অধ্যায় ০১

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

Creator and Creation

পরিচ্ছেদ ২ স্রষ্টা, সৃষ্টি ও সেবা

এ পরিচ্ছেদে অনন্য সংযোজন

এক নজরে পরিচ্ছেদ বিশ্লেষণ | প্রস্তুতি সহায়ক সুপার কুইজ | শিখনফল ও টপিকের ধারায় প্রশ্নোত্তর | বোর্ড ও স্কুলের প্রশ্নোত্তর | মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্নোত্তর | যাচাই ও মূল্যায়ন

আলোচ্য বিষয়াবলি

▸ পাঠ-১ : সকল সৃষ্টির মূলে ঈশ্বর; ▸ পাঠ-২ : আত্মারূপে ঈশ্বর; ▸ পাঠ-৩ : জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কিত একটি মন্ত্র বা শ্লোক এবং ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কিত কবি রজনীকান্ত সেন-এর গীতিকবিতা ▸ পাঠ-৪ : ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা।

ভূমিকা পরিচ্ছেদের প্রাথমিক ধারণা

সৃষ্টির আদিতে এ মহাবিশ্ব ছিল না। তখন সব ছিল অন্ধকার। তারপর এলো আলো, জল এবং জলের পরে পৃথিবী। পৃথিবীর পরে এলো গাছপালা, কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু, মানুষ প্রভৃতি। সকল জীব ও বস্তুর সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ঈশ্বর। ঈশ্বরই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকল কিছুর নিয়ন্তা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর আদি নেই, অন্ত নেই, তাঁকে চোখে দেখা যায় না- তিনি নিরাকার। তিনিই জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। তাই জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। ঈশ্বর মানুষ ও জীবজন্তুর কল্যাণে অফুরন্ত সৌন্দর্যে ও সম্পদে ভরপুর এ সুন্দর পৃথিবী ও প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন। এ প্রকৃতিতে বিরাজ করছে কত রকমের ফুল, কত রকমের ফল। প্রকৃতির সৌন্দর্য তাঁরই সৌন্দর্য। সকল সৌন্দর্য সৃষ্টির মূলেও ঈশ্বর রয়েছেন।

এক নজরে পরিচ্ছেদ সূচি — পরিচ্ছেদে প্রতিটি বিষয় যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে

- Part-01 : বিশ্লেষণ (Analysis) ---- পৃষ্ঠা ৩৩
  - বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ৩৩
  - লেখচিত্রে বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ৩৩
  - শিখনফল বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ৩৩
- Part-02 : অনুশীলন (Practice) ---- পৃষ্ঠা ৩৪
  - সুপার কুইজ ---- পৃষ্ঠা ৩৪
  - বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ৩৪
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর : নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত ---- পৃষ্ঠা ৩৪
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর : চূড়ান্ত সিলেবাসের আলোকে ---- পৃষ্ঠা ৩৫
  - সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর ---- পৃষ্ঠা ৩৮
  - জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ৩৯
  - সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ৪০
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : পাঠ্যবইয়ের শিখনফল সূত্র সংবলিত ---- পৃষ্ঠা ৪০
    - ☑ সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত ---- পৃষ্ঠা ৪১
    - ☑ শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত ---- পৃষ্ঠা ৪৫
    - ☑ মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত ---- পৃষ্ঠা ৪৭
- Part-03 : এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স (Exclusive Suggestions) ---- পৃষ্ঠা ৪৯
- Part-04 : যাচাই ও মূল্যায়ন (Assessment & Evaluation) ---- পৃষ্ঠা ৫০

PART 01

বিশ্লেষণ
Analysis

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পাঠ্যবইয়ের শিখনফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিচ্ছেদের গুরুত্ব নির্ধারণ

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ

সহজ প্রস্তুতির জন্য এক নজরে পরিচ্ছেদের গুরুত্ব

ছকে বিশ্লেষণ : এ পরিচ্ছেদ থেকে বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষায় (২০১৫—২০২৪) কয়টি বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন এসেছে তা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো। ছকের বিশ্লেষণ দেখে শিক্ষার্থী নিজেই বুঝতে পারবে পরিচ্ছেদটি এবারের বোর্ড পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বোর্ড / সাল	ঢাকা		রাজশাহী		যশোর		কুমিল্লা		চট্টগ্রাম		সিলেট		বরিশাল		দিনাজপুর		ময়মনসিংহ	
	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ
২০২৪	০	১	০	০	২	০	১	০	১	০	০	০	০	০	০	০	২	১
২০২০	২	০	২	১	২	১	২	০	২	০	২	১	২	১	২	০	০	০
২০১৯	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	০	০
২০১৮	৫	১	৫	১	৫	১	৫	১	৫	১	৫	১	৫	১	৫	১	০	০
২০১৭	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	০	০
২০১৬	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	০
২০১৫	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	০
মোট	১০	৬	১০	৬	১২	৬	১১	৫	১১	৫	১০	৬	১০	৬	১০	৫	২	১

লেখচিত্রে বিশ্লেষণ : এ পরিচ্ছেদটি স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাতে লেখচিত্রে বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো। বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল উভয় লেখচিত্রের X অক্ষে 'বোর্ড' এবং Y অক্ষে 'প্রশ্নসংখ্যা' উপস্থাপিত হলো।

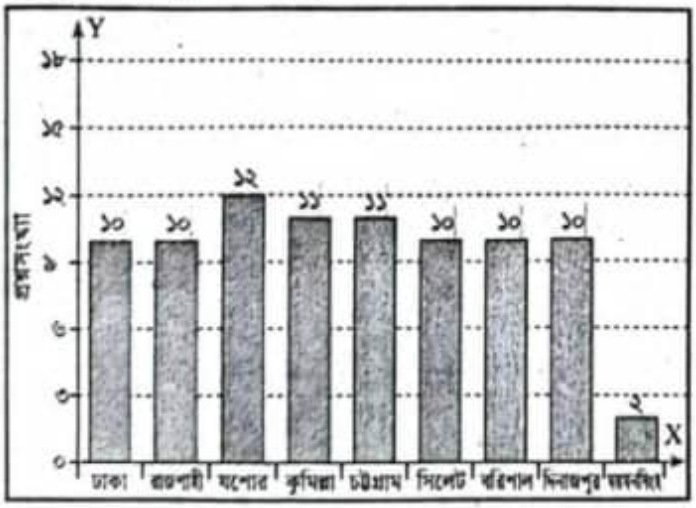

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন বিশ্লেষণ

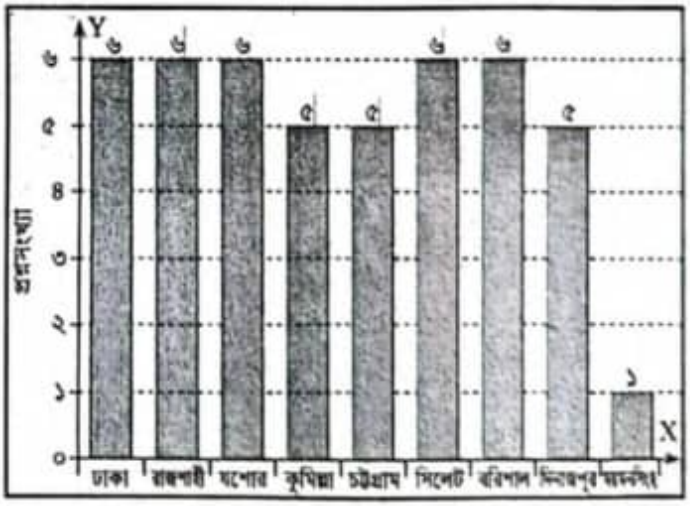

সৃজনশীল প্রশ্ন বিশ্লেষণ

শিখনফল বিশ্লেষণ : এ পরিচ্ছেদটি স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদের শিখনফল বোর্ড মার্কিংয়ের মাধ্যমে নিচের ছকে তা দেখানো হলো—

শিখনফল	বোর্ড ও সাল	গুরুত্ব
শিখনফল ১ : সকল সৃষ্টির মূলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।	[ম. বো. '২৪; সকল বো. '১৮, '১৭]	★★
শিখনফল ২ : আত্মারূপে জীবের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থানকে ব্যাখ্যা করতে পারব।	[রা. বো. '২০; য. বো. '২০; সি. বো. '২০; ব. বো. '২০; ম. বো. '২৪; সকল বো. '১৭]	★★
শিখনফল ৩ : ধর্মগ্রন্থ থেকে জীব ও জগতের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কে একটি মন্ত্র বা শ্লোকের অর্থ ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব।		★★
শিখনফল ৪ : সবকিছুর মূলে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কিত একটি গীতিকবিতা ব্যাখ্যা ও এর শিক্ষা শনাক্ত করতে পারব।		★★
শিখনফল ৫ : ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।	[ঢা. বো. '২৪; সকল বোর্ড '১৬, '১৫]	★★
শিখনফল ৬ : জীব ও প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে এবং জীবসেবা ও পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হব।		★★

PART 02 অনুশীলন Practice

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য
১০০% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে শিখনফল এবং
টপিকের/বিষয়বস্তুর ধারায় প্রশ্ন ও উত্তর

সুপার কুইজ

যেকোনো বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের নিশ্চয়তায়
অনুচ্ছেদের লাইনের ধারায় কুইজ আকারে প্রশ্ন ও উত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, নতুন পাঠ্যবইয়ের অনুচ্ছেদ ও লাইনের ধারাবাহিকতায় ভিন্ন ধারার কুইজ টাইপ প্রশ্নাবলি এ অংশে সংযোজন করা হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর ঝটপট পড়ে নাও। এরপর বহুনির্বাচনি অংশের প্রশ্নোত্তরের অনুশীলন করো। দেখবে, সহজেই যেকোনো বহুনির্বাচনির সঠিক উত্তর নিশ্চিত করা যাচ্ছে।

সকল সৃষ্টির মূলে ঈশ্বর ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৪

১. সকল কর্মের ফলদাতা কে? উ : ঈশ্বর
২. মানুষ কার শ্রেষ্ঠ জীব? উ : সৃষ্টিকর্তার
৩. সর্বভূতের সনাতন বীজ কে? উ : ঈশ্বর
৪. ঈশ্বর জীবদেহের মধ্যে কী হিসেবে বিরাজ করছেন? উ : জীবাত্মা
৫. মৃত্যু বলতে কী বোঝায়? উ : জীবদেহ থেকে জীবাত্মার পরিত্যাগ
৬. আমাদের জন্ম-মৃত্যুর কারণ কে? উ : ঈশ্বর
৭. প্রকৃতির সৌন্দর্য বলতে কার সৌন্দর্যকে বোঝায়? উ : ঈশ্বরের

আত্মারূপে ঈশ্বর ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৪

৮. যোগীর কাছে ঈশ্বর কী? উ : পরমাত্মা
৯. জ্ঞানীর কাছে ঈশ্বর কী? উ : ব্রহ্ম
১০. ভক্তদের কাছে ঈশ্বর কী নামে পরিচিত? উ : ভগবান
১১. পরমাত্মা থেকে কার সৃষ্টি? উ : জীবের
১২. দেহ থেকে আত্মার বহির্গমনের অর্থ কী? উ : মৃত্যু
১৩. 'ঈশ্বর পরমাত্মা এবং একমাত্র আশ্রয়'-এটি কোন গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে? উ : গীতায়
১৪. কারা স্রষ্টাকে ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা ভগবান বলে অভিহিত করেন? উ : হিন্দুধর্মাবলম্বীরা
১৫. পরমাত্মা জীবের মধ্যে কীরূপে অবস্থান করেন? উ : আত্মা
১৬. 'আত্মা জন্মহীন মৃত্যুহীন শাশ্বত, পুরাতন হলেও চির নতুন' – কে বলেছেন? উ : শ্রীকৃষ্ণ
১৭. আত্মার দেহ পরিবর্তনকে কী বলে? উ : জন্ম ও মৃত্যু
১৮. কাকে আশ্রয় করে আত্মার অভিযাত্রা? উ : দেহকে

জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কিত একটি মন্ত্র বা শ্লোক এবং ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কিত কবি রজনীকান্ত সেন-এর গীতিকবিতা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৫

১৯. "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ"। এটি গীতার কোন অধ্যায়ের শ্লোক? উ : দশম অধ্যায়
২০. আছ অনল অনিলে..... শশী তারকার তপনে। .... এটি কার গীতিকবিতার অংশ? উ : রজনীকান্ত সেন
২১. আদিতে এ মহাবিশ্ব কেমন ছিল? উ : অন্ধকারময়
২২. জীবের মধ্যে ঈশ্বর কীরূপে অবস্থান করেন? উ : আত্মারূপে
২৩. 'হে অর্জুন, আমি ভূত সকলের আদি' – এখানে 'আদি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? উ : জীবজগতের উৎপত্তি
২৪. "ঈশ্বর অগ্নি, বায়ু ও চির সুনীল আকাশে আছেন" – কে বলেছেন? উ : রজনীকান্ত সেন
২৫. অগ্নির যে দাহিকাশক্তি তা কার শক্তি? উ : ঈশ্বরের
২৬. বায়ুর গতির মূলে কী রয়েছে? উ : ঈশ্বরের শক্তি

ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৬

২৭. বৃক্ষের মধ্যে প্রাণরূপে কে বিরাজিত? উ : ঈশ্বর
২৮. হিন্দুধর্মে বৃক্ষকে কী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে? উ : জীব
২৯. 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ' – কথাটির অর্থ কী? উ : যেখানে জীব সেখানেই শিব
৩০. হিন্দুধর্মে বিভিন্ন সেবাশ্রম বা মঠ গড়ে উঠেছে কেন? উ : জীবসেবার জন্য

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় নির্ভুল উত্তর সংবলিত A+ গ্রেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১. 'আত্মা জন্মহীন মৃত্যুহীন শাশ্বত, পুরাতন হলেও চির নতুন' – কে বলেছেন?
ক শ্রীচৈতন্যদেব খ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ
গ শ্রীকৃষ্ণ ঘ শ্রীরামকৃষ্ণ

২. ভক্তদের কাছে ঈশ্বর কী নামে পরিচিত?
ক ব্রহ্ম খ বৈষ্ণব
গ ভগবান ঘ পরমাত্মা

৩. জীবকে ভালোবাসার মূল কারণ হচ্ছে–
i. যেখানেই জীব সেখানেই শিব
ii. ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন
iii. জাগতিক কল্যাণ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
ঘ ii ও iii ঙ i, ii ও iii

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অতীন্দ্র বাবু প্রতিদিন দুপুরে আহারের সময় একমুঠো ভাত তাঁর পালিত কুকুরকে দিতেন। একসময় কুকুরটি তার খুব ভক্ত হয়ে ওঠে।

৪. অতীন্দ্র বাবুর আচরণে হিন্দুধর্মের কোন মূল বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে?
ক পশুপ্রীতি খ জীবসেবা
গ কর্তব্যনিষ্ঠা ঘ আত্মদান

৫. অতীন্দ্র বাবুর পক্ষে ঈশ্বরকে ভালোবাসা সম্ভব, কারণ তাঁর বিশ্বাসে রয়েছে ঈশ্বর–
i. সকল সৃষ্টির মূল
ii. মহাবিশ্বের নিয়ন্তা
iii. আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঙ i, ii ও iii

বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় টপ গ্রেডেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — চূড়ান্ত সিলেবাসের আলোকে

সকল সৃষ্টির মূলে ঈশ্বর
▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ১৪

৬. সকল কর্মের ফলদাতা হলেন— [সকল বোর্ড '১৮]
ক ব্রহ্মা খ বিষ্ণু
গ শিব ঘ ঈশ্বর
উত্তর: ঘ

৭. জলের পরে এলো— [পল্লী উন্নয়ন একাডেমি ল্যাব. স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]
ক আকাশ খ বাতাস
গ পৃথিবী ঘ সূর্য
উত্তর: গ

৮. মানুষ কার শ্রেষ্ঠ লীলা? [বরিশাল জিলা স্কুল]
ক সমাজের খ রাষ্ট্রের
গ সৃষ্টিকর্তার ঘ পুরাণের
উত্তর: গ

৯. সর্বভূতের সনাতন বীজ কে?
ক বিষ্ণু খ শ্রীকৃষ্ণ
গ অগ্নি ঘ ঈশ্বর
উত্তর: ঘ

১০. ঈশ্বর জীবদেহের মধ্যে কী হিসেবে নিয়ন্ত্রণ করছেন?
ক ঘোষণাকারী খ নিবেদনকারী
গ নিয়ন্ত্রণকারী ঘ গবেষণাকারী
উত্তর: গ

১১. মৃত্যু বলতে যা বোঝায়—
ক জীবদেহ থেকে জীবাত্মার পরিত্যাগ
খ জীবনের শেষ প্রান্ত
গ মোক্ষলাভ
ঘ চির সমাধি
উত্তর: ক

১২. জীবদেহের ভিতর যে জীবন আছে তা কিসের অংশ?
ক দেবতার খ আত্মার
গ পরমাত্মার ঘ দেবাত্মার
উত্তর: গ

১৩. প্রকৃতির সৌন্দর্য বলতে কার সৌন্দর্যকে বোঝায়—
ক পৃথিবীর খ গ্রহ-নক্ষত্রের
গ ঈশ্বরের ঘ পাহাড়-পর্বতের
উত্তর: গ

১৪. ঈশ্বর এ পৃথিবী ও প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন—
[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
i. মানুষের কল্যাণে
ii. জীবজন্তুর কল্যাণে
iii. নিজের প্রয়োজনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ক

১৫. যা মিলিয়ে বিচিত্র এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—
i. সুনীল আকাশ
ii. পৃথিবী
iii. পৃথিবীর প্রকৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

১৬. অনন্ত আকাশ জুড়ে যা বিরাজ করছে—
i. চন্দ্র-সূর্য
ii. গ্রহ-নক্ষত্র
iii. পর্বতমালা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ক

১৭. ভূধরে যেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়—
i. পর্বতের দৃঢ়তায়
ii. পর্বতের উচ্চতায়
iii. পর্বতের মৌনতায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৮ ও ১৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সুনীল স্কুল থেকে এসে দেখতে পায় তার প্রিয় পাখিটি মারা গেছে। পাখিটি হাতে নিয়ে সে জীবের জন্ম ও মৃত্যুর কারণ অনুধাবনের চেষ্টা করে।

১৮. সুনীলের পাখিটির মৃত্যুর কারণ কে?
ক মানুষ খ জীব নিজেই
গ ভাগ্য ঘ ঈশ্বর
উত্তর: ঘ

১৯. দেহ থেকে জীবাত্মা বিচ্ছিন্ন হলে পাখিটির কী ঘটে?
i. দেহের বিনাশ হয়
ii. চেতনাসম্পন্ন হয়
iii. মৃত্যু ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: খ

আত্মারূপে ঈশ্বর
▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ১৪

২০. যোগীর কাছে ঈশ্বর হলেন— [সকল বোর্ড '১৮]
ক আত্মা খ জীবাত্মা
গ দেহাত্মা ঘ পরমাত্মা
উত্তর: ঘ

২১. জ্ঞানীর কাছে ঈশ্বর কী? [পল্লী উন্নয়ন একাডেমি ল্যাব. স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]
ক ব্রহ্ম খ ভগবান
গ অবতার ঘ দেবতা
উত্তর: ক

২২. জীবদেহের ভেতরে যে জীবন আছে তা কীসের অংশ?
[সর. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, খুলনা]
ক জীবাত্মার খ দেব-দেবীর
গ পরমাত্মার ঘ অন্তরাত্মার
উত্তর: গ

২৩. আত্মা কাকে আশ্রয় করে? [সর. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, খুলনা]
ক ঈশ্বরকে খ দেব-দেবীকে
গ প্রকৃতিকে ঘ দেহকে
উত্তর: ঘ

২৪. দেহ থেকে আত্মার বহির্গমনের অর্থ কী?
[নোয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক মৃত্যু খ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
গ সংস্কার ঘ আত্মাহীনতা
উত্তর: ক

২৫. 'ঈশ্বর পরমাত্মা এবং একমাত্র আশ্রয়'-এটি কোন গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে?
[সর. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা]
ক রামায়ণে খ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে
গ গীতায় ঘ বেদে
উত্তর: খ

২৬. কারা স্রষ্টাকে ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা ভগবান বলে অভিহিত করেন?
ক শিখ ধর্মাবলম্বীরা খ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা
গ জৈন ধর্মাবলম্বীরা ঘ হিন্দুধর্মাবলম্বীরা
উত্তর: ঘ

২৭. পরমাত্মা জীবের মধ্যে কীরূপে অবস্থান করেন?
ক আলো খ জ্যোতি
গ আত্মা ঘ একটিও না
উত্তর: গ

২৮. পরমাত্মা থেকে যার সৃষ্টি—
ক নদনদী খ জীব
গ গ্রহ-নক্ষত্র ঘ বাতাস
উত্তর: খ

২৯. আত্মার দেহ পরিবর্তনকে বলে—
ক জন্ম খ মৃত্যু
গ জন্ম ও মৃত্যু ঘ পুনর্জন্ম
উত্তর: ঘ

৩০. কাকে আশ্রয় করে আত্মার অভিযাত্রা?
ক জ্ঞানী খ ধ্যানী
গ যোগী ঘ দেহ
উত্তর: ঘ

৩১. জড় বস্তু নিশ্চল, প্রাণহীন ও ক্রিয়াহীন কেন?
ক হাঁটতে পারে না বলে খ কথা বলতে পারে না বলে
গ আত্মা নেই বলে ঘ স্থির আছে বলে
উত্তর: গ

৩২. আত্মা হলো— [সকল বোর্ড '১৮]
i. নিত্য
ii. নিরাকার
iii. অচল
নিচের কোনটি সঠিক?
(ঘ) ⓚ i ⓚ ii ⓖ i ও ii ⓖ ii ও iii

৩৩. দেহ ও আত্মার সম্পর্ক— [পাবনা জেলা স্কুল]
i. দেহকে আশ্রয় করে আত্মার অভিযাত্রা
ii. আত্মাহীন দেহ জড়
iii. আত্মাকে লাভ করে দেহ সজীব
নিচের কোনটি সঠিক?
(ঘ) ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩৪. পরমাত্মার মৃত্যু নেই, কারণ পরমাত্মা— [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ]
i. শাশ্বত
ii. অজ, নিত্য
iii. কোনো কারণ থেকে উৎপত্তি হয়নি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ঘ) ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ iii ⓖ i, ii ও iii

৩৫. আত্মা ছাড়া জীবদেহ হচ্ছে—
i. অচল
ii. মৃত
iii. সচল
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩৬. পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মাও—
i. জন্মহীন
ii. মৃত্যুহীন
iii. শাশ্বত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ঘ) ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩৭ ও ৩৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
"এ আত্মা জন্মেন না মরেন না। ইনি নিত্য বিদ্যমান। ইনি জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ। শরীরের বিনাশ ঘটলেও, ইনি বিনষ্ট হন না।"

৩৭. আলোচ্য উক্তিটি কোন গ্রন্থের?
(ক) মহাভারত (খ) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
(গ) বেদ (ঘ) পুরাণ
উত্তর: খ

৩৮. উক্ত উক্তিতে 'আত্মা' দ্বারা বোঝানো হয়েছে—
i. জীবকে
ii. ঈশ্বরকে
iii. পরমাত্মাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ঘ) ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কিত একটি মন্ত্র বা শ্লোক এবং ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কিত কবি রজনীকান্ত সেন-এর গীতিকবিতা ▶ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ১৫

৩৯. আদি বলতে কী বোঝায়? [কু. বো. '২৪]
(ক) জীব-জগতের উৎপত্তি (খ) স্থিতি
(গ) ক্ষয় (ঘ) বিনাশ
উত্তর: ক

৪০. "অহমাত্মা গুড়া কেশ সর্বভূতা-শয়স্থিত"। এটি গীতার কোন অধ্যায়ের শ্লোক? [চ. বো. '২৪]
(ক) দ্বিতীয় অধ্যায় (খ) চতুর্থ অধ্যায়
(গ) অষ্টম অধ্যায় (ঘ) দশম অধ্যায়
উত্তর: ঘ

৪১. আছ অনল অনিলে......... শশী তারকার তপনে। .... এটি কার গীতিকবিতার অংশ? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
(ক) রামকান্ত সেন (খ) রজনীকান্ত সেন
(গ) রামকৃষ্ণ (ঘ) অর্জুন
উত্তর: খ

৪২. আদিতে এ মহাবিশ্ব ছিল— [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
(ক) জলময় (খ) বায়ুময়
(গ) কাদাময় (ঘ) অন্ধকারময়
উত্তর: ঘ

৪৩. জীবের মধ্যে ঈশ্বর কীরূপে অবস্থান করেন? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
(ক) আত্মা (খ) দেহ
(গ) দেবতা (ঘ) অনুভূতি
উত্তর: ক

৪৪. হিন্দুধর্মে অতিথিকে বলা হয়— [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট ; রংপুর জিলা স্কুল]
(ক) যোগী (খ) তত্ত্বজ্ঞানী
(গ) নারায়ণ (ঘ) ইন্দ্রজিৎ
উত্তর: গ

৪৫. 'হে অর্জুন, আমি ভূত সকলের আদি' – এখানে 'আদি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
(ক) প্রাচীনকাল (খ) অন্ধকার যুগ
(গ) জীবজগতের উৎপত্তি (ঘ) আদিম পৃথিবী
উত্তর: গ

৪৬. গীতিকবিতা বলতে যা বোঝায়—
(ক) ছোট কবিতা (খ) আধুনিকতা
(গ) অন্ত্যমিলহীন কবিতা (ঘ) গানমূলক কবিতা
উত্তর: ঘ

৪৭. "ঈশ্বর অগ্নি, বায়ু ও চির সুনীল আকাশে আছেন" – কে বলেছেন?
(ক) রজনীকান্ত সেন (খ) সব্যসাচী
(গ) শশীনাথ ঠাকুর (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
উত্তর: ক

৪৮. বায়ুর গতির মূলে কী রয়েছে?
(ক) মহাশূন্য (খ) বিশ্বব্রহ্মাণ্ড
(গ) অগ্নির শক্তি (ঘ) ঈশ্বরের শক্তি
উত্তর: ঘ

৪৯. ঈশ্বরের সৌন্দর্যে সকল কিছু সুন্দর কেন?
(ক) তিনি তাঁর সৃষ্টিকে নিজের সৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন বলে
(খ) তিনি সকল কিছুর মূলে অবস্থান করেন বলে
(গ) রজনীকান্ত সেন কবিতায় তা উল্লেখ করেছেন বলে
(ঘ) ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন বলে
উত্তর: ক

৫০. 'ঈশ্বরই জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করছেন'– একথা উপলব্ধি করে আমরা যা করব—
i. ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব
ii. জীবকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভালোবাসব ও সেবা করব
iii. জীবের সাথে বৈরী সম্পর্ক গড়ে তুলব
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৫১ ও ৫২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বিমল তার বাবাকে প্রশ্ন করল, 'বাবা ব্রহ্মকে দেখা যায়?' তার বাবা বললেন প্রতিটি জীবের মধ্যেই আত্মারূপে ব্রহ্ম বিরাজ করেন। [সকল বোর্ড '২০]

৫১. 'প্রতিটি জীবই ব্রহ্ম'– উদ্দীপকের উল্লিখিত উক্তিটির কারণ কী?
(ক) সকল জীব ব্রহ্মার মতো (খ) সকল জীবে ঈশ্বরের অবস্থান
(গ) জীব ব্রহ্মেরই অংশ (ঘ) ব্রহ্ম ছাড়া জীব চলতে পারে না
উত্তর: গ

৫২. উদ্দীপকে বর্ণিত আরাধ্যকে পেতে হলে জীবের প্রতি—
i. যত্নশীল হতে হবে
ii. দয়া প্রদর্শন করতে হবে
iii. কঠোর হতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) ⓚ i ⓚ i ও ii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫৩ ও ৫৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
পার্থ নিজেকে শ্রীভগবানের কাছে সমর্পণ করার উদ্দেশ্যে নিজের কামনা, বাসনা এবং ধর্ম ভগবানের জন্য বিলীন করে। সে বিনয়ের সাথে এক মনে ঈশ্বরের আরাধনা করে।

৫৩. ভগবানের সাথে পার্থর মিলন হবে কীভাবে?
(ক) প্রেমের মাধ্যমে (খ) ভক্তির মাধ্যমে
(গ) যোগের মাধ্যমে (ঘ) ত্যাগের মাধ্যমে
উত্তর: খ

৫৪. উক্ত কর্মে ভক্তের চিত্তে ভগবানের—
i. অশেষ করুণা থাকে
ii. গভীর বিশ্বাস থাকে
iii. প্রেমভাব থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ঘ) ⓚ i ও iii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii

ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা

▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ১৬

৫৫. বৃক্ষের মধ্যে প্রাণরূপে কে বিরাজিত? [য. বো. '২৪]
ⓚ দেবতা ⓚ ঈশ্বর
ⓖ কার্তিক ⓘ গণেশ
(খ)

৫৬. জীবসেবা বলতে কী বোঝায়? [য. বো. '২৪]
ⓚ জীবের অকল্যাণ কামনা করা
ⓚ অবিবেক মানব কল্যাণে ব্যবহার করা
ⓖ জীবের অমঙ্গল কামনা করা
ⓘ জীবের পরিচর্যা করা
(ঘ)

৫৭. শ্যামা প্রতিদিন তার বাড়ির পোষা বিড়ালটিকে খাবার খাইয়ে পরে নিজের খাবার গ্রহণ করে এবং এতে সে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। শ্যামার আচরণে হিন্দুধর্মের কোন মূল বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে? [সকল বোর্ড '১৭]
ⓚ মহানুভবতা ⓚ মানবতা
ⓖ পরোপকারিতা ⓘ জীবসেবা
(ঘ)

৫৮. হিন্দুধর্মে বৃক্ষকে কী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে? [বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম]
ⓚ জীব ⓚ জড়
ⓖ উদ্ভিদ ⓘ প্রাকৃতিক সম্পদ
(ক)

৫৯. সাধারণ অর্থে 'সেবা' বলতে যা বোঝায়–
ⓚ আদর করা ⓚ আপ্যায়ন করা
ⓖ পরিচর্যা করা ⓘ সাহায্য করা
(গ)

৬০. আমরা জীবের সেবা করব কেন?
ⓚ জীবসেবা ঈশ্বরসেবা হওয়ার কারণে
ⓚ জীব উৎকৃষ্ট সৃষ্টি বলে
ⓖ জীব বংশ বৃদ্ধি করতে পারে বলে
ⓘ জীবেরা জন্ম ও মৃত্যুর অধীন বলে
(ক)

৬১. জীবের সেবা করা কোন ধর্মের অন্যতম প্রধান অঙ্গ বলে বিবেচিত?
ⓚ জৈন ধর্মের ⓚ শিখ ধর্মের
ⓖ বৌদ্ধ ধর্মের ⓘ হিন্দুধর্মের
(ঘ)

৬২. 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ' – এর মানে কী?
ⓚ যতো জীব ততো শিব
ⓚ যাহা জীব তাহাই শিব
ⓖ যেখানে জীব সেখানেই শিব
ⓘ জীব ও শিব একই
(গ)

৬৩. স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়ানোর দরকার নেই কেন?
ⓚ বহু জীবরূপে ঈশ্বর আমাদের সম্মুখে আছেন বলে
ⓚ ঈশ্বরই আমাদেরকে খুঁজে বেড়ান বলে
ⓖ ঈশ্বর আর আমাদের মধ্যে সম্পর্ক আছে বলে
ⓘ আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টির অন্যতম বলে
(ক)

৬৪. বৃক্ষ সেবা বা পরিচর্যা করাকে হিন্দুধর্মে অতি প্রাচীনকাল থেকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কেন?
ⓚ বৃক্ষ আমাদের পরিবেশ বন্ধু বলে
ⓚ বৃক্ষের মধ্যে প্রাণরূপে ঈশ্বর বিরাজিত বলে
ⓖ বৃক্ষ আমাদেরকে ফল দেয় বলে
ⓘ বৃক্ষ থেকে আমরা ছায়া পাই বলে
(খ)

৬৫. হিন্দুধর্মে বিভিন্ন সেবাশ্রম বা মঠ গড়ে উঠেছে কেন?
ⓚ ঈশ্বরসেবার জন্য ⓚ জীবসেবার জন্য
ⓖ পুরোহিত সেবার জন্য ⓘ লেখাপড়া শেখানোর জন্য
(খ)

৬৬. বৃক্ষের মধ্যে ঈশ্বর বিরাজিত– [সকল বোর্ড '১৮]
i. প্রাণরূপে
ii. জীবরূপে
iii. মায়ারূপে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ⓖ i ও ii ⓘ i, ii ও iii
(ক)

৬৭. যেখানে জীব সেখানেই– [সকল বোর্ড '১৮]
i. শিব
ii. আত্মা
iii. চেতনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ⓖ i ও ii ⓘ i, ii ও iii
(ক)

৬৮. জীবসেবা বলতে যা বোঝায়–
i. জীবের পরিচর্যা করা
ii. সংরক্ষণ করা
iii. বৃদ্ধি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii
(ক)

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৬৯ ও ৭০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রেয়া প্রতিদিন সকালে কবুতরকে খেতে দেয় অপরদিকে, প্রবীর প্রতিদিন তার ছাদ বাগানে গাছ পরিচর্যা করে ও জল দেয়। [য. বো. '২৪]

৬৯. রেয়ার কাজটিকে কী বলা হয়?
ⓚ পাখিপ্রীতি ⓚ জীবসেবা
ⓖ অন্নদান ⓘ কর্তব্যকর্ম
(খ)

৭০. রেয়া ও প্রবীরের কাজটি করার কারণ–
i. ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা
ii. যেখানে জীব সেখানেই শিব
iii. সামগ্রিক কল্যাণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii
(ঘ)

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৭১ ও ৭২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মিশু প্রতিদিন সকালে তাদের ফুল বাগানের গাছগুলোতে জল দেয়। সে কারণে গাছগুলো সতেজ থাকে। অথচ তার মা প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে সর্বপ্রথম সূর্য দেবকে প্রণাম করে। [সকল বোর্ড '১৯]

৭১. মিশুর মা কোন গ্রন্থের নির্দেশনা মেনে চলেন?
ⓚ গীতা ⓚ উপনিষদ
ⓖ রামায়ণ ⓘ বেদ
(ঘ)

৭২. মিশুর কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পায়–
i. ঈশ্বরের সেবা করা
ii. জীবের সেবা করা
iii. জীবের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii
(ঘ)

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৭৩ ও ৭৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অমলবাবু প্রতিদিন সকালে নাস্তার পরে তার পাতের কিছু খাবার বাসার ছাদে পাখিদের খাবার দেন। এ সময় অনেক পাখি ছাদে ভিড় করে। [বগুড়া ক্যান্ট. পাবলিক হাই স্কুল]

৭৩. অমল বাবুর আচরণে কোন গুণটি প্রকাশ পায়?
ⓚ অন্নদান ⓚ জীবসেবা
ⓖ কর্তব্যনিষ্ঠা ⓘ মিতব্যয়ী
(খ)

৭৪. অমল বাবুর ঈশ্বরকে ভালোবাসা সম্ভব, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন–
i. ঈশ্বর সকল সৃষ্টির মূলে
ii. ঈশ্বর বিশ্বনিয়ন্তা
iii. যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii
(ঘ)

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৭৫ ও ৭৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ঝড় থামার পর বিকাশ আম কুড়াতে গিয়ে দেখতে পায় একটি কাক ভিজে জুবুথুবু হয়ে কাঁপছে। সে কাকটিকে বাসায় এনে কাপড় দিয়ে পানি মুছে পরদিন সকালে ছেড়ে দেয়।

৭৫. বিকাশের কর্মকাণ্ড থেকে আমরা কী শিক্ষা নিতে পারি?
ⓚ দেশপ্রেম ⓚ জীবসেবা
ⓖ মানবপ্রেম ⓘ পাখি প্রীতি
(খ)

৭৬. উক্ত জীবসেবার উদ্দেশ্য–
i. ঈশ্বরের সেবা
ii. মানবের সেবা
iii. শিবের সেবা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓘ i, ii ও iii
(গ)

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় A+ গ্রেড সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নের মান ২

সকল সৃষ্টির মূলে ঈশ্বর ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৪

প্রশ্ন ১। সকল সৃষ্টির মূলে কে রয়েছেন? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ঈশ্বর। সুনীল আকাশ, পৃথিবী, পৃথিবীর প্রকৃতি — সব মিলিয়ে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আদিতে এ মহাবিশ্ব ছিল না। সব ছিল অন্ধকার। তারপর এল আলো, জল এবং জলের পর পৃথিবী। পৃথিবীর পরে এলো গাছ, কীট-পতঙ্গ, জীবজন্তু, মানবকুল প্রভৃতি। যার সবকিছু ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন এবং জীবাত্মারূপে অবস্থান করছেন।

প্রশ্ন ২। আমাদের জন্ম-মৃত্যুর কারণ কে? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : ঈশ্বরই আমাদের জন্ম ও মৃত্যুর কারণ। কেননা জীবদেহের মধ্যে যখন ঈশ্বর আত্মারূপে প্রবেশ করেন, জীবদেহ তখন চেতনা সম্পন্ন হয়, সচল ও সক্রিয় হয়। যতদিন তিনি জীবদেহে অবস্থান করেন, ততদিনই জীবের জীবন বা আয়ু থাকে। জীবাত্মা দেহ ত্যাগ করলে জীবের মৃত্যু ঘটে ও দেহের বিনাশ হয়।

আত্মারূপে ঈশ্বর ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৪

প্রশ্ন ৩। দেহ ও আত্মার মধ্যে সম্পর্ক কী রূপ?

উত্তর : দেহ ও আত্মার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। দেহকে আশ্রয় করেই আত্মার অভিযাত্রা। আবার আত্মাকে লাভ করে দেহ হয় সজীব। দেহহীন আত্মা নিষ্ক্রিয়। আত্মাহীন দেহ জড়। অর্থাৎ জড় বস্তুর আত্মা নেই, তাই নিশ্চল, প্রাণহীন ও ক্রিয়াহীন। আবার আত্মাকে ছাড়া সেই দেহের কোনো মূল্য নেই, মৃত।

প্রশ্ন ৪। পরমাত্মার অবস্থান ধরা পড়ে বিশ্বচরাচরের মধ্যে।'— এখানে বিশ্বচরাচর বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : এখানে 'বিশ্বচরাচর' বলতে পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকে বোঝানো হয়েছে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে পরমাত্মার অবস্থান শনাক্ত করতে পারেন। তাছাড়া জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁরা পারমার্থিক সকল জ্ঞানলাভ করে থাকেন।

প্রশ্ন ৫। 'আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই'— কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। আত্মা নিত্যবস্তু ও নিরাকার। একই পরমাত্মা বহু আত্মারূপে জীবদেহের মধ্যে অবস্থান করে। জীবদেহের বিনাশ আছে। কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশবিশেষ। তাই পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মা জন্মমৃত্যুহীন এবং শাশ্বত। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আত্মা জন্মেন না, মরেন না।

প্রশ্ন ৬। সংক্ষেপে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : আত্মা নিত্যবস্তু ও নিরাকার। আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। একই পরমাত্মা বহু আত্মারূপে জীবদেহের মধ্যে অবস্থান করে। জীবদেহের বিনাশ আছে। কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশবিশেষ। তাই পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মা জন্মমৃত্যুহীন এবং শাশ্বত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আত্মা জন্মেন না, মরেন না। আত্মা নিত্য বিদ্যমান, জন্মরহিত, শাশ্বত এবং পুরাণ। শরীরের বিনাশ ঘটলেও আত্মা বিনষ্ট হন না।

প্রশ্ন ৭। আত্মা সম্পর্কে গীতায় ভগবান কী বলেছেন?

উত্তর : গীতায় ভগবান বলেছেন— আত্মার সৃষ্টি বা বিনাশ কোনোটিই সম্ভব নয়। আত্মা নিত্য বিদ্যমান। ইনি জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত ও পুরান। মানুষ যেমন পুরাতন কাপড় পরিত্যাগ করে নতুন কাপড় পরিধান করে, আত্মাও তেমনি পুরাতন দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে। আত্মা জন্মহীন, মৃত্যুহীন শাশ্বত, পুরাতন হয়েও চির নতুন।

জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কে একটি মন্ত্র বা শ্লোক এবং ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কিত কবি রজনীকান্ত সেন-এর গীতিকবিতা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৫

প্রশ্ন ৮। আত্মার দেহ পরিত্যাগ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : জীবদেহের মূল হলো আত্মা। আত্মা জীবদেহকে সচল ও ক্রিয়াশীল রাখে। জীবদেহের বিনাশ আছে, কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। মানুষ যেমন পুরাতন কাপড় পরিত্যাগ করে নতুন কাপড় পরে, তেমনি আত্মা পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহে প্রবেশ করে। এ দেহ পরিবর্তনকে বলে জন্ম ও মৃত্যু।

ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৬

প্রশ্ন ৯। সেবা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : সাধারণ অর্থে 'সেবা' বলতে পরিচর্যা করা বোঝায়। যেমন— অতিথি সেবা, জীবসেবা, ঈশ্বর সেবা প্রভৃতি। অপরের সন্তোষ বিধানের জন্য দেহ ও মনের সমন্বয়ে কল্যাণকর যে কাজ করা হয় তাকে সেবা বলে। এছাড়াও বুদ্ধি দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, সহানুভূতি জানিয়ে, বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে নানাভাবে সেবা করা যায়। সেবা ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

প্রশ্ন ১০। ঈশ্বরকে কেন আদি শক্তি বলা হয়? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : ঈশ্বরকে আদি শক্তি বলার কারণ হলো—

সৃষ্টির আদিতে এ মহাবিশ্ব ছিল না। তখন সব ছিল অন্ধকার। তারপর এলো আলো, জল এবং জলের পরে পৃথিবী। পৃথিবীর পরে গাছপালা, কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু, মানুষ প্রভৃতি। সবকিছুর সৃষ্টি করেছেন 'ঈশ্বর'। তাই ঈশ্বরকে আদি শক্তি বলা হয়।

প্রশ্ন ১১। যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ কথাটির অর্থ কী? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ কথাটির অর্থ যেখানে জীব, সেখানেই শিব। এখানে শিব মানে সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর। প্রত্যেক জীবের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন ঈশ্বর। অর্থাৎ প্রতিটি জীবের মধ্যে ঈশ্বর বিদ্যমান। জীবের প্রতি ভালোবাসা ও প্রেম ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা ও প্রেমের শামিল। স্রষ্টাকে পাবার শ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে জীবের প্রতি ভালোবাসা বা জীব সেবা করা।

প্রশ্ন ১২। জীবসেবার মাধ্যমে কীভাবে ঈশ্বরের সেবা করা হয়?

উত্তর : জীবসেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। কেননা ঈশ্বর আত্মারূপে জীবের মাঝে সবসময় অবস্থান করেন। তাই জীবসেবা করলে পরোক্ষভাবে ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়। তাই জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা।

প্রশ্ন ১৩। ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : জীবের সেবা করা হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ' অর্থাৎ যেখানে জীব সেখানেই শিব। এখানে শিব বলতে ঈশ্বরের কথাই বোঝানো হয়েছে। আমরা জানি, ঈশ্বর জীবাত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই জীবসেবা করলে ঈশ্বরকে সেবা করা হয়।

প্রশ্ন ১৪। জীবসেবাকে হিন্দুধর্মে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় কেন? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : জীবসেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। তাই হিন্দুধর্মে জীব সেবার বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি জীবনই ঈশ্বরের সৃষ্টি। আর ঈশ্বর সকল জীবের মধ্যে আত্মারূপে বিরাজ করে। হিন্দুধর্মে শুধুমাত্র মানুষের নয় সকল জীবের মঙ্গল চায়। তাই জীব ও জগতের কল্যাণে আত্মনিবেদন করার প্রতি হিন্দুধর্মে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ১৫। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা আহার পাত্রে কিছু খাদ্যদ্রব্য অবশিষ্ট রেখে দেন কেন? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : হিন্দুধর্মাবলম্বীরা আহার পাত্রে কিছু না কিছু খাদ্যদ্রব্য অবশিষ্ট রেখে দেন। কারণ হিসেবে বলা যায়, হিন্দুধর্মীয় রীতি অনুসারে পূজা শেষে প্রসাদ সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তেমনি আহারের অবশিষ্ট্যাংশ অন্যান্য প্রাণীর জন্য সংরক্ষণ করা হয়, যা জীবসেবারই অংশ হিসেবে স্বীকৃত।

প্রশ্ন ১৬। আমরা জীবের সেবা করব কেন? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : জীবের সেবা করা হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান ব্রত হিসেবে বিবেচিত। 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ' অর্থাৎ যেখানে জীব সেখানেই শিব (ঈশ্বর)। তাছাড়া সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বর আত্মারূপে বিরাজ করছেন। তাই জীবকে ভালোবাসলে, জীবের সেবা করলে ঈশ্বরকেই ভালোবাসা হয়, ঈশ্বরের সেবা করা হয়। তাইতো স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন— 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'।

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় A+ গ্রেড জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

সকল সৃষ্টির মূলে ঈশ্বর ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৪

প্রশ্ন ১। সকল সৃষ্টির মূলে কে রয়েছেন? [সকল বোর্ড '১৭]

উত্তর : সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ঈশ্বর।

প্রশ্ন ২। ব্রহ্ম থেকে কী সৃষ্টি হয়েছে? [নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]

উত্তর : ব্রহ্ম থেকে প্রকৃতি এবং মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্ম সকল কিছুর স্রষ্টা।

প্রশ্ন ৩। কে এ বিশাল সৃষ্টির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছেন? [নোয়াখালী জিলা স্কুল]

উত্তর : ঈশ্বর স্বয়ং এ বিশাল সৃষ্টির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

প্রশ্ন ৪। জীবকুলের সৃষ্টির মূলে কে রয়েছেন? [পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : জীবকুলের সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ঈশ্বর।

প্রশ্ন ৫। প্রকৃতির সৌন্দর্য সৃষ্টির মূলে কে রয়েছেন?

উত্তর : প্রকৃতির সৌন্দর্য সৃষ্টির মূলে ঈশ্বর রয়েছেন।

প্রশ্ন ৬। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা স্রষ্টাকে কী নামে অভিহিত করেন?

উত্তর : হিন্দুধর্মাবলম্বীরা স্রষ্টাকে ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা ভগবান বলে অভিহিত করেন।

আত্মারূপে ঈশ্বর ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৪

প্রশ্ন ৭। পরমাত্মা জীবের মধ্যে কীরূপে অবস্থান করেন? [রা. বো. '২০; য. বো. '২০; সি. বো. '২০; ব. বো. '২০]

উত্তর : পরমাত্মা জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন।

প্রশ্ন ৮। যোগীর নিকট ঈশ্বর কী? [সকল বোর্ড '১৫]

উত্তর : যোগীর নিকট ঈশ্বর হচ্ছেন পরমাত্মা।

প্রশ্ন ৯। শ্রীগীতা কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত? [কিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : শ্রীগীতা মহাভারত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ১০। জ্ঞানীর কাছে ঈশ্বর কী নামে পরিচিত? [বি.কে.জি.সি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]

উত্তর : জ্ঞানীর কাছে ঈশ্বর ব্রহ্ম নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ১১। ঈশ্বর সম্পর্কে গীতায় কী বলা হয়েছে?

উত্তর : গীতায় বলা হয়েছে, "ঈশ্বর পরমাত্মা এবং একমাত্র আশ্রয়।"

প্রশ্ন ১২। ভক্তের নিকট ঈশ্বর কী নামে পরিচিত?

উত্তর : ভক্তের নিকট ঈশ্বর ভগবান নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ১৩। আত্মা সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কী বলেছেন?

উত্তর : আত্মা সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আত্মা জন্মেন না মরেন না। আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ।

প্রশ্ন ১৪। আত্মার দেহ পরিবর্তনকে কী বলে?

উত্তর : আত্মার দেহ পরিবর্তনকে জন্ম ও মৃত্যু বলে।

জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কিত একটি মন্ত্র বা শ্লোক এবং ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কিত কবি রজনীকান্ত সেন-এর গীতিকবিতা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৫

প্রশ্ন ১৫। জীবের মধ্যে আত্মারূপে কে অবস্থান করেন? [সকল বোর্ড '১৬]

উত্তর : জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর অবস্থান করেন।

প্রশ্ন ১৬। কবি রজনীকান্ত সেন তাঁর গীত কবিতায় কী ব্যক্ত করেছেন?

উত্তর : কবি রজনীকান্ত সেন তাঁর গীত কবিতায় ব্যক্ত করেছেন যে, নিরাকার ঈশ্বর অগ্নি, বায়ু ও চির সুনীল আকাশে আছেন।

ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৬

প্রশ্ন ১৭। সেবা কাকে বলে? [ব. বো. '২৪]

উত্তর : অপরের সন্তোষ বিধানের জন্য দেহ ও মনের সমন্বয়ে কল্যাণকর যে কাজ করা হয় তাকে সেবা বলে।

প্রশ্ন ১৮। কে হিন্দুধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেছেন? [পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : হিন্দুধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে ঈশ্বর অবস্থান করেছেন।

প্রশ্ন ১৯। অশ্বত্থ বৃক্ষের মধ্যে কে বিরাজ করেন? [ব্রু-বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

উত্তর : অশ্বত্থ বৃক্ষের মধ্যে ঈশ্বর বিরাজ করেন।

প্রশ্ন ২০। জীবসেবা কী?

উত্তর : জীবসেবা বলতে জীবের পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করাকে বোঝায়।

প্রশ্ন ২১। জীবসেবা করলে কী হয়?

উত্তর : জীবসেবা করলে ঈশ্বরকে সেবা করা হয়।

প্রশ্ন ২২। হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান নৈতিক শিক্ষা কী?

উত্তর : ঈশ্বর জ্ঞানে জীবসেবা হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান নৈতিক শিক্ষা।

প্রশ্ন ২৩। হিন্দুধর্মে বৃক্ষ কী?

উত্তর : হিন্দুধর্মে বৃক্ষ একটি জীব।

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

সকল সৃষ্টির মূলে ঈশ্বর ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৪

প্রশ্ন ১। জীবদেহে আত্মার অবস্থান সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। [সকল বোর্ড '১৮]

উত্তর : জীবদেহের মধ্যে যখন আত্মা প্রবেশ করে জীবদেহ তখন চেতনাসম্পন্ন হয়, সচল হয় ও সক্রিয় হয়। যতদিন আত্মা জীবদেহে অবস্থান করে ততদিনই জীবের জীবন বা আয়ু থাকে। আত্মা জীবদেহ পরিত্যাগ করলে জীবের মৃত্যু ঘটে এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেহের বিনাশ ঘটে।

প্রশ্ন ২। পাহাড়ি সান্ন্যাল কিসে অবাক হলো? [নোয়াখালী জিলা স্কুল]

উত্তর : পাহাড়ি সান্ন্যাল প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে মালয়েশিয়া বেড়াতে গিয়ে স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি দেখতে পায়। সে দেখে সাগরের মাঝে সুন্দর সবুজঘেরা দ্বীপ, উঁচু ঢেউয়ের সাথে নুড়ি পাথরের খেলা ঝরণা– এসব দেখে ঈশ্বরের অপরূপ সৌন্দর্যের কথা ভেবে অবাক হয়।

প্রশ্ন ৩। ঈশ্বর ও অবতার-এর ধারণা ব্যাখ্যা কর।

চউত্তর : ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর আদি নেই, অন্ত নেই। তাঁকে চোখে দেখা যায় না। তিনি নিরাকার। তিনি জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। আর ঈশ্বর স্বয়ং মানুষের রূপ ধারণ করে ভগবানের অপ্রাকৃত নিত্যধাম থেকে নেমে আসাকে অবতার বলে। অবতার অর্থ হলো উপর থেকে নিচে অবতরণ করা। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্যই জীবের ন্যায় দেহ ধারণ করে আমাদের মাঝে আবির্ভূত হন।

আত্মারূপে ঈশ্বর ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৪

প্রশ্ন ৪। 'দেহ ও আত্মার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান'—বুঝিয়ে লেখ। [রা. বো. '২৪]

উত্তর : ঈশ্বর সকল জীবদেহের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি এ মহাবিশ্বের সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তার সৃষ্ট সকল জীবের মধ্যে তিনি আত্মারূপে অবস্থান করেন। তিনি জীবদেহের মধ্যে নিয়ন্ত্রণকারী জীবাত্মারূপে যতক্ষণ অবস্থান করেন ততক্ষণ জীবদেহের জীবন বা আয়ু থাকে। আত্মা ছাড়া দেহ অচল, মৃত। তিনি জীবের জন্ম ও মৃত্যুর কারণ। জীবাত্মা জীবদেহ পরিত্যাগ করলে দেহের বিনাশ ঘটে। আবার আত্মা নতুন দেহ ধারণ করলে সেই দেহ চেতনাসম্পন্ন, সচল, সক্রিয় হয়। তাই বলা যায়, দেহ ও আত্মার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

প্রশ্ন ৫। "আত্মার সৃষ্টি বা বিনাশ নেই"– ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '২০; য. বো. '২০; সি. বো. '২০; ব. বো. '২০]

উত্তর : আত্মা নিত্যবস্তু ও নিরাকার। আত্মার সৃষ্টি বা বিনাশ নেই। একই পরমাত্মা বহু আত্মারূপে জীবদেহের মধ্যে অবস্থান করে। জীবদেহের বিনাশ আছে। কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। কারণ জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশবিশেষ। পরমাত্মার সব গুণই জীবাত্মায় বিদ্যমান। তাই পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মার সৃষ্টি বা বিনাশ নেই।

প্রশ্ন ৬। পরমাত্মা বলতে কী বোঝায়? [সকল বোর্ড '১৭]

উত্তর : আত্মা যখন নিজের মধ্যে অবস্থান করে তখন তাকে পরমাত্মা বলে। আত্মার অস্তিত্বের ফলেই জীব সচল হয়। জীবদেহের মধ্যে ঈশ্বর যখন আত্মারূপে অবস্থান করেন তখনই জীবদেহ চেতনাসম্পন্ন হয়। জীবের মধ্যে আত্মার এ অস্তিত্বের জানান দিয়ে অবস্থানকে বলা হয় জীবাত্মা। আবার জীবাত্মা যখন নিরাকার, নির্গুণ ও নিশ্চল অবস্থায় নিজের মধ্যে অবস্থান করে তখন সে পরমাত্মা বলে অভিহিত হয়। এ আত্মা ব্রহ্মময়। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী। ব্রহ্মই পরমাত্মা।

প্রশ্ন ৭। জীবাত্মা বলতে কী বোঝায়? [সকল বোর্ড '১৭]

উত্তর : জ্ঞানীদের কাছে ঈশ্বর ব্রহ্ম, যোগীদের কাছে পরমাত্মা এবং ভক্তের নিকট ভগবান। পরমাত্মা থেকেই জীবনের সৃষ্টি। এ পরমাত্মা আত্মারূপে জীবদেহে বিদ্যমান। তাই একে জীবাত্মা বলে। জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশবিশেষ।

প্রশ্ন ৮। 'আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ'– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। [সকল বোর্ড '১৫]

উত্তর : আত্মা নিত্যবস্তু ও নিরাকার। আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। একই পরমাত্মা বহু আত্মারূপে জীবদেহের মধ্যে অবস্থান করে। জীবদেহের বিনাশ আছে। কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। কারণ জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশবিশেষ। পরমাত্মার সব গুণই জীবাত্মার মধ্যে বিদ্যমান। তাই পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মাও জন্ম-মৃত্যুহীন এবং শাশ্বত। তাই বলা হয়, আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ।

জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কিত একটি মন্ত্র বা শ্লোক এবং ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কিত কবি রজনীকান্ত সেন-এর গীতিকবিতা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৫

প্রশ্ন ৯। হিন্দুধর্মে জীবসেবা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? [সকল বোর্ড '১৬]

উত্তর : জীবের সেবা করা হিন্দুধর্মের অন্যতম একটি দিক হিসেবে বিবেচিত। আমরা জানি, ঈশ্বর জীবাত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই জীবসেবা করলে ঈশ্বরকে সেবা করা হয়। এজন্যই হিন্দুধর্মে জীবসেবা এত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ১০। জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কিত শ্লোকের শিক্ষা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কিত শ্লোকটি হলো–

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ (১০/২০)

সরলার্থ : হে অর্জুন! আমি সকল প্রাণীর হৃদয়স্থিত আত্মা, আমি ভূত সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত।

শিক্ষা : এখানে আদি বলতে জীবজগতের উৎপত্তি, মধ্য বলতে তাঁদের স্থিতি এবং অন্ত বলতে তাদের মৃত্যু বোঝানো হয়েছে। ঈশ্বরই জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করছেন। একথা উপলব্ধি করে আমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং জীবকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভালোবাসব ও সেবা করব।

ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৬

প্রশ্ন ১১। হিন্দুধর্মে জীবসেবাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা কর। [পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : জীবসেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। তাই হিন্দুধর্মে জীব সেবার বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি জীবনই ঈশ্বরের সৃষ্টি। আর ঈশ্বর সকল জীবের মধ্যে আত্মারূপে বিরাজ করে। হিন্দুধর্মে শুধুমাত্র মানুষের নয় সকল জীবের মঙ্গল চায়। তাই জীব ও জগতের কল্যাণে আত্মনিবেদন করার প্রতি হিন্দুধর্মে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখনফল ও বিষয়বস্তুর ধারায় A+ গ্রেড সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১০

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের শিখনফল সূত্র সংবলিত

প্রশ্ন ১ ▸ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ১নং সৃজনশীল প্রশ্ন

মৌমিতার বোনের জন্মের সাতদিন পরেই তার ঠাকুরমার মৃত্যু হয়। প্রিয় ঠাকুরমাকে হারিয়ে সে একা হয়ে পড়ে এবং মায়ের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলে মা তাকে জীবাত্মা সম্পর্কে একটি ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য বুঝিয়ে বলেন। মৌমিতা তা উপলব্ধি করতে পেরে শ্রদ্ধায় ঈশ্বরের প্রতি মাথা নত করে।

ক. ব্রহ্ম থেকে কী সৃষ্টি হয়েছে? ১

খ. ঈশ্বরকে কেন আদি শক্তি বলা হয়? ২

গ. অনুচ্ছেদে মৌমিতার মা কোন ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য তুলে ধরেন তা তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মৌমিতার উপলব্ধিটি তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

▸ শিখনফল ২

১নং প্রশ্নের উত্তর :

ক ব্রহ্ম থেকে প্রকৃতি এবং মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে।

খ সৃষ্টির আদিতে এ মহাবিশ্ব ছিল না। তখন সব ছিল অন্ধকার। তারপর এলো আলো, জল এবং জলের পরে পৃথিবী। পৃথিবীর পরে এলো গাছপালা, কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু, মানুষ প্রভৃতি। ঈশ্বরই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাই ঈশ্বরকে আদি শক্তি বলা হয়।

গ হিন্দুধর্মগ্রন্থ হলো বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি। মৌমিতার মা গীতা ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য তুলে ধরেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবাত্মা সম্পর্কে বলেছেন—

"জীবাত্মা জন্মেন না মরেন না। ইনি নিত্য বিদ্যমান? ইনি জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ। শরীরের বিনাশ ঘটলেও ইনি বিনষ্ট হন

না।" উদ্দীপকের মৌমিতার মা প্রিয় ঠাকুরদার কষ্ট দূর করার জন্য মৌমিতাকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোচ্য অংশটুকুর মাধ্যমেই ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

ঘ মৌমিতা উপলব্ধি করল নিজের প্রকৃত স্বরূপকে। চৈতন্যস্বরূপ আত্মারূপে উপলব্ধি না করা পর্যন্ত প্রত্যেক জীবাত্মা জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—

'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা নান্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥' (২/২২)

সরলার্থ : মানুষ যেমন পুরাতন কাপড় পরিত্যাগ করে নতুন কাপড় পরিধান করে, আত্মাও তেমনি পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহে প্রবেশ করে।

আত্মার দেহ পরিবর্তনকে জন্ম ও মৃত্যু বলে। দেহকে আশ্রয় করে আত্মার অভিযাত্রা। আবার আত্মাকে লাভ করে দেহ সজীব। আত্মার জন্ম ও মৃত্যু নেই। মৌমিতা তা উপলব্ধি করতে পেরে, শ্রদ্ধায় ঈশ্বরের প্রতি মাথা নত করে।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

প্রশ্ন ২ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০২৪

চঞ্চল কুমার মানুষের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার জন্য নিজের জমিতে গড়ে তুলেছেন পঞ্চাশ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল। এছাড়াও তিনি এলাকার উন্নয়নের জন্য তার সম্পদের বিশাল একটি অংশ ব্যয় করেন। তিনি মনে করেন, "জীবের মধ্যে এক ঈশ্বর বহুরূপে বিরাজমান এবং সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ঈশ্বর।"

ক. ঈশ্বরকে কখন ভগবান বলা হয়? ১
খ. 'বিষ্ণু প্রতিপালনের দেবতা' —এ কথাটি বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে চঞ্চল কুমারের যে গুণটি ফুটে উঠেছে, পাঠের আলোকে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "জীবের মধ্যে এক ঈশ্বর বহুরূপে বিরাজমান এবং সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ঈশ্বর"—মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৫

ক ঈশ্বরকে যখন (ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য) এই ছয়টি গুণের অধিশ্বররূপে কল্পনা ও আরাধনা করা হয় তখন ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়।

খ বিষ্ণু হলেন সৃষ্টির স্থিতি ও প্রতিপালনের দেবতা।

বিশ্বে যা কিছু আছে ভগবান বিষ্ণু তা পালন ও রক্ষা করেন। বিষ্ণুকে স্মরণ করলে পাপ দূরীভূত হয়। হৃদয় পবিত্র হয় ও মনে শান্তি আসে। দুষ্টকে দমন ও শিষ্টকে পালন করার জন্য তিনি বহুরূপে এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তাই বিষ্ণুকে প্রতিপালনের দেবতা বলা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে চঞ্চল কুমারের কর্মকাণ্ডে ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবার গুণটি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের ঈশ্বর নিরাকার, এজন্য আমরা সরাসরি তার সেবা করতে পারি না। তিনি জীবের মাঝে অবস্থান করেন বলে জীবসেবা করলে তার সেবা করা হয়। তাই আমাদের সবার উচিত জীবের সেবা করা।

উদ্দীপকের চঞ্চল কুমার মানুষের সেবা করার জন্য নিজের জমিতে গড়ে তুলেছেন পঞ্চাশ শয্যার হাসপাতাল। এছাড়াও তিনি সবসময় নানাভাবে জীবের কল্যাণ করার চেষ্টা করেন। চঞ্চলের এ ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা করার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। জীবের সেবা করা হিন্দুধর্মের অন্যতম ব্রত হিসেবে বিবেচিত। কেননা বহুরূপে ঈশ্বর আমাদের সম্মুখেই আছেন। তাই তাকে খুঁজে বেড়ানোর দরকার নেই। যিনি জীবকে ভালোবাসেন, তিনি সেই সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরেরই সেবা করেন। চঞ্চলের কর্মকাণ্ডে এ বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে।

সুতরাং বলা যায়, চঞ্চল কুমার ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবাই করছেন।

ঘ "জীবের মধ্যে এক ঈশ্বর বহুরূপে বিরাজমান এবং সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর"— মন্তব্যটি যথার্থ বলে আমি মনে করি।

আমরা পাঠ্যবই হতে জেনেছি, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা এবং যার মধ্যে সকল কিছুর অবস্থান ও বিলয়। তিনি শুধু সৃষ্টিই করেননি, সকল সৃষ্টির মধ্য আত্মারূপে অবস্থান করেছেন ও পালন করছেন। তিনি নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, সর্বজ্ঞ, জ্যোতির্ময়, নিরাকার, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। তিনি পরমাত্মা, আর যখন পরমাত্মা আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করে তখন তাকে জীবাত্মা বলা হয়। এক ঈশ্বর যে সকল কিছুর মধ্যে অবস্থান করছেন তার প্রমাণ আমরা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পেয়ে থাকি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার (১০/২০) শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন, হে অর্জুন! আমি সকল প্রাণীর হৃদয়স্থিত আত্মা, আমি ভূত সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত।

এখানে আদি বলতে জীবজগতের উৎপত্তি, মধ্য বলতে তাদের স্থিতি এবং অন্ত বলতে তাদের মৃত্যু বোঝানো হয়েছে। ঈশ্বরই জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। উল্লিখিত শ্লোকের আলোকে আমরা এই শিক্ষাটি গ্রহণ করতে পারি—

আছ অনল-অনিলে চির নভোনীলে
ভূধর সলিল গহনে,
আছ বিটপী লতায় জলদের গায়
শশী তারকায় তপনে।

এখানে সবকিছুর মূলে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে। এছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী 'যত্র জীব তত্র শিব'-এর মাধ্যমেও ঈশ্বরের সর্বব্যাপিতাকে লক্ষ করি। যেখানেই জীব সেখানেই শিব বা ঈশ্বর। সুতরাং বলতে পারি যে, সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ঈশ্বর এবং তিনি সকল প্রাণীর মধ্যে অবস্থান করছেন।

প্রশ্ন ৩ ▸ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪

মিন্টু তার বাবার সাথে বেড়াতে লাউয়াছড়া উদ্যানে যায়। সেখানে প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়। গাছপালা, জীবজন্তু, বিভিন্ন জীববৈচিত্র্য দেখে তার মনে অনুভূতির সৃষ্টি হয়। সে বুঝতে পারে, এর মূলে রয়েছেন সুমহান স্রষ্টা, তিনি আদি পুরুষ। জ্ঞানীর কাছে তিনি ব্রহ্ম, যোগীর কাছে পরমাত্মা এবং ভক্তের কাছে ভগবান।

ক. যোগসাধনা কাকে বলে? ১
খ. মহাদেবকে নটরাজ বলা হয় কেন? ২
গ. প্রকৃতিতে ঈশ্বর সম্পর্কে মিন্টুর ধারণা তোমার পাঠ্যের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. 'জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম, যোগীর কাছে পরমাত্মা'—উক্তিটি তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ২

ক যোগের মাধ্যমে ঈশ্বর আরাধনার প্রক্রিয়াকে যোগসাধনা বলে।

খ স্কন্দপুরাণে শিবের চার মাসব্যাপী নৃত্যাভিনয়ের কথা পাওয়া যায়। ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর মাধ্যমে এই নৃত্য পরিবেশিত হয়েছিল। কেবল নৃত্য নয় সংগীতেও শিব শ্রেষ্ঠ। শিবের এই নৃত্য ও নাট্যশিল্পের পারদর্শিতার দরুন তাকে নটরাজ বলা হয়।

গ প্রকৃতিতে ঈশ্বর সম্পর্কে মিন্টুর ধারণা হলো সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর।

উদ্দীপকে মিন্টু তার বাবার সাথে লাউয়াছড়া উদ্যানে যায়। সেখানে প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়। গাছপালা, জীবজন্তু, বিভিন্ন জীববৈচিত্র্য দেখে তার মনে অনুভূতির সৃষ্টি হয়। সে বুঝতে পারে এর মূলে রয়েছেন সুমহান স্রষ্টা, তিনি আদি পুরুষ।

প্রকৃতির সকল কিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি। অনন্ত অসীম প্রেমময় ঈশ্বর। তার শেষ নেই আবার তার কোনো শুরুও নেই। তিনি সর্বত্র বিরাজমান আবার তার মধ্যে সকল কিছুর অবস্থান। একমাত্র তিনি জগতের সৌন্দর্য। আবার সকল সৌন্দর্য তাতেই বিলীন হয়ে যায়। সকল কারণের কারণও তিনি। তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা। তিনি অনন্তরূপী। উদ্দীপকে মিঠু তার বাবার সাথে লাউয়াছড়া উদ্যানে বেড়াতে গিয়ে ঈশ্বরের এ রূপ দেখে মুগ্ধ হয়।

ঘ স্বয়ং ঈশ্বর জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম আবার যোগীর কাছে পরমাত্মা।

নিরাকার ব্রহ্মকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা সর্বত্রই অনুধাবন করে থাকেন। ব্রহ্ম সর্বত্রই অবস্থান করেন অথচ তাকে দেখা যায় না। শুধু অনুভব করা যায়। সমুদ্রের নোনতা জলের মতন। লবণ দেখা যায় না অথচ লবণের স্বাদ সর্বত্র। এ ব্রহ্মই পরমাত্মা। যোগীরা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন। যার কারণে এ জগৎ সৃষ্টিতে তাকে দেখা যায় না। জ্ঞানী বা যোগীরা তাকে অনুভব করেন গভীরভাবে। তিনি সৃষ্টির আদি পুরুষ। বিশ্বের একমাত্র পরম আশ্রয়স্থল। পৃথিবীর সকল মুগ্ধতার কারণ একমাত্র তিনি। তিনি নিজেই নিজেকে আবির্ভাব ঘটান আবার নিজেই বিলীন হয়ে যান। জ্ঞানী ব্যক্তিরা সব সময় ঈশ্বরকে বৃহৎ বলেই জানেন। আর এ বৃহৎই ব্রহ্ম। বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম। যার থেকে বড় কিছু নেই। আবার যোগী ব্যক্তিগণের কাছে ঈশ্বরই জীবাত্মা। জীবাত্মা নিরাকার, নির্গুণ ও নিশ্চল অবস্থায় নিজের মধ্যে অবস্থান করে। তাই সে পরমাত্মা বলে অভিহিত হয়। এ আত্মা ব্রহ্মময়। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী। জ্ঞানীরা ভাবেন ব্রহ্মই পরমাত্মা।

প্রশ্ন ৪ ▸ রাজশাহী, যশোর, সিলেট ও বরিশাল বোর্ড ২০২০

অমল ও কমল দুই বন্ধু। অমল সাংসারিক কোনো কাজে মনোনিবেশ না করে বরং সকল কামনা-বাসনা ত্যাগ করে ঈশ্বর সাধনায় একাগ্রচিত্তে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। অপরদিকে কমল সকল সাংসারিক কাজ এবং অসহায় হতদরিদ্র ব্যক্তিদের সাধ্যমতো সাহায্য করতে চেষ্টা করেন। তিনি তাদের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন।

ক. পরমাত্মা জীবের মধ্যে কীরূপে অবস্থান করেন? ১

খ. "আত্মার সৃষ্টি বা বিনাশ নেই"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. অমল বাবুর উপাসনা পদ্ধতিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "কমল বাবু আত্মারূপে জীবের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন" তা তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ২

ক পরমাত্মা আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন।

খ আত্মা নিত্যবস্তু ও নিরাকার। আত্মার সৃষ্টি বা বিনাশ নেই। একই পরমাত্মা বহু আত্মারূপে জীবদেহের মধ্যে অবস্থান করে। জীবদেহের বিনাশ আছে। কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। কারণ জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশবিশেষ। পরমাত্মার সব গুণই জীবাত্মায় বিদ্যমান। তাই পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মার সৃষ্টি বা বিনাশ নেই।

গ অমল বাবুর উপাসনা পদ্ধতিটি হচ্ছে নিরাকার উপাসনা পদ্ধতি। উদ্দীপকের অমল চরিত্রে আমরা দেখতে পাই, তিনি সাংসারিক কোনো কাজকর্মে মনোনিবেশ করতে পারেন না। সকল কামনা-বাসনা ত্যাগ করে ঈশ্বর সাধনায় একাগ্রচিত্তে নিজেকে নিয়োজিত করেন। যা পাঠ্যপুস্তকের নিরাকার উপাসনা পদ্ধতির আলোচনার সাথে সংগতিপূর্ণ। এ উপাসনায় ভক্তের কাছে কোনো আকার থাকবে না। মূলত এ ধরনের উপাসনা কেবল ধ্যান সাধনার মাধ্যমে করা হয়। জ্ঞানযোগ নিরাকার উপাসনার একটি অংশ। এ উপাসনা ঈশ্বরের প্রতিকৃতিকে উদ্দেশ্য করে করা হয় না। নিরাকাররূপে ঈশ্বর অদৃশ্য অবস্থায় অবস্থান করেন। তাঁকে উপলব্ধি করে তাঁর উপাসনা করা হয়। যেমনটি উদ্দীপকের অমলবাবু করেছেন।

তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, অমল বাবুর উপাসনা পদ্ধতিটি নিরাকার উপাসনা পদ্ধতি।

ঘ 'কমলবাবু আত্মারূপে জীবের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন'– এ বিষয়টি সম্পর্কে আমি একমত।

হিন্দুধর্মাবলম্বীরা স্রষ্টাকে ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা ভগবান বলে অভিহিত করেন। জ্ঞানীদের কাছে ঈশ্বর ব্রহ্ম, যোগীদের কাছে ঈশ্বর পরমাত্মা এবং ভক্তের নিকট তিনি ভগবান নামে পরিচিত। পরমাত্মা জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন, তখন তিনি জীবাত্মার রূপ ধারণ করেন। এই পরমাত্মা থেকেই জীবের সৃষ্টি। আত্মা নিত্যবস্তু ও নিরাকার। আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। একই পরমাত্মা বহু, তাদের আত্মারূপে জীবদেহের মধ্যে অবস্থান করেন। জীবদেহের বিনাশ আছে কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। কারণ জীব পরমাত্মার অংশবিশেষ। পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মা জন্ম-মৃত্যুহীন এবং শাশ্বত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।

অর্থাৎ, হে অর্জুন! আমি সকল প্রাণীর হৃদয়স্থিত আত্মা, আমি ভূত সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত।

ঈশ্বরই জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করছেন। এ কথা উপলব্ধি করে আমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব এবং জীবকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভালোবাসব ও সেবা করব।

প্রশ্ন ৫ ▸ সকল বোর্ড ২০১৮

একদিন অর্পিতা ও পারমিতা মন্দিরের বারান্দায় বসে আলোচনা করছিল। আলোচনার এক পর্যায়ে অর্পিতা পারমিতাকে প্রশ্ন করে, বলতে পার আমাদের কে সৃষ্টি করেছেন? পারমিতা অর্পিতাকে বলে, আমাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি সর্বদা আমাদের মধ্যে বিরাজ করেন। বিশ্বজগতের সবকিছুর তিনিই একমাত্র নিয়ন্ত্রক।

ক. ব্রহ্ম শব্দের অর্থ কী? ১

খ. জীবদেহে আত্মার অবস্থান সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। ২

গ. অর্পিতার প্রশ্নের উত্তরে পারমিতা স্রষ্টার যে ভূমিকার কথা বলে তা তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জীবের মধ্যে স্রষ্টার অবস্থান সম্পর্কে পারমিতার উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১

ক ব্রহ্ম শব্দের অর্থ সর্ববৃহৎ।

খ জীবদেহের মধ্যে যখন আত্মা প্রবেশ করে জীবদেহ তখন চেতনাসম্পন্ন হয়, সচল হয় ও সক্রিয় হয়। যতদিন আত্মা জীবদেহে অবস্থান করে ততদিনই জীবের জীবন বা আয়ু থাকে। আত্মা জীবদেহ পরিত্যাগ করলে জীবের মৃত্যু ঘটে এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেহের বিনাশ ঘটে।

গ এ মহাবিশ্বের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসেন, প্রতিপালন করেন, বিপদে-আপদে রক্ষা করেন, প্রয়োজনে সৃষ্টি ও ধ্বংস করেন। দুষ্টের হাত থেকে সৃষ্টিকে রক্ষা করেন। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে সৎপথে চলতে সহায়তা করেন। যারা সৎপথে চলেন ঈশ্বর তাদের ভালোবাসেন। তাদের উন্নতির পথ দেখান এবং সর্বদা তাদের মাঝে বিরাজ করেন। অসৎ ব্যক্তিদের ঈশ্বর পছন্দ করেন না বরং শাস্তি দিয়ে থাকেন। কিন্তু সৎ ব্যক্তিদের রক্ষা করেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সব সময় অবস্থান করেন। অর্থাৎ জীবের মধ্যে এক ঈশ্বর বহুরূপে বিরাজ করেন, এ কারণে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিরাজ করছে। স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বর জীবকুলের উপর প্রভুত্ব করেন। জীব, বস্তু সকল কিছুর তিনিই নিয়ন্ত্রক। স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টিকে যেমন কল্পনা করা যায় না তেমনি সৃষ্টি ছাড়া স্রষ্টারও কোনো অস্তিত্ব থাকে না। উদ্দীপকের পারমিতা অর্পিতার প্রশ্নের উত্তরে মূলত স্রষ্টার এসব ভূমিকার কথাই বলেছেন।

ঘ জীবের মধ্যে স্রষ্টার অবস্থান সম্পর্কে পারমিতার উক্তিটি হলো— 'আমাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি সর্বদা আমাদের মাঝে বিরাজ করেন। বিশ্বজগতের সবকিছুর তিনিই একমাত্র নিয়ন্ত্রক।'— এ উক্তিটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

হিন্দুধর্মাবলম্বীরা স্রষ্টাকে ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা ভগবান বলে অভিহিত করেন। জ্ঞানীদের কাছে ঈশ্বর ব্রহ্ম, যোগীদের কাছে ঈশ্বর পরমাত্মা এবং ভক্তের নিকট তিনি ভগবান নামে পরিচিত। পরমাত্মা জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন, তখন তিনি জীবাত্মার রূপ ধারণ করেন। এই পরমাত্মা থেকেই জীবের সৃষ্টি। আত্মা নিত্যবস্তু ও নিরাকার। আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। একই পরমাত্মা বহু, তাদের আত্মারূপে জীবদেহের মধ্যে অবস্থান করেন। জীবদেহের বিনাশ আছে কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। কারণ জীব পরমাত্মার অংশ বিশেষ। পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মা জন্ম-মৃত্যুহীন এবং শাশ্বত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।

অর্থাৎ, হে অর্জুন! আমি সকল প্রাণীর হৃদয়স্থিত আত্মা, আমি ভূত সকলের আদি-মধ্য ও অন্ত।

ঈশ্বরই জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করছেন। এ কথা উপলব্ধি করে আমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব এবং জীবকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভালোবাসব ও সেবা করব।

প্রশ্ন ৬ ▸ সকল বোর্ড ২০১৭

রতন তার বাবার সাথে বেড়াতে গিয়ে মনোরম দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়। তাই রতন পিতার কাছে জানতে চায় দিনে সূর্যের আলো, রাতে চাঁদের কিরণ, তারার মেলা, সাগরের জল, মাটি, বাতাস এসব কার সৃষ্টি? পিতা বললেন, তিনি একজন মহান ব্যক্তি। তিনি সবার চেয়ে আদি পুরুষ। জ্ঞানীর কাছে তিনি ব্রহ্ম, যোগীর কাছে তিনি পরমাত্মা এবং ভক্তের কাছে ভগবান।

ক. হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কী? ১
খ. পরমাত্মা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. প্রকৃতিতে ঈশ্বর সম্পর্কে রতনের ধারণা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম, যোগীর কাছে পরমাত্মা"— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১

ক হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম 'বেদ'।

খ আত্মা যখন নিজের মধ্যে অবস্থান করে তখন তাকে পরমাত্মা বলে।

আত্মার অস্তিত্বের ফলেই জীব সচল হয়। জীবদেহের মধ্যে ঈশ্বর যখন আত্মারূপে অবস্থান করেন তখনই জীবদেহ চেতনাসম্পন্ন হয়। জীবের মধ্যে আত্মার এ অস্তিত্বের জানান দিয়ে অবস্থানকে বলা হয় জীবাত্মা। আবার জীবাত্মা যখন নিরাকার, নির্গুণ ও নিশ্চল অবস্থায় নিজের মধ্যে অবস্থান করে তখন সে পরমাত্মা বলে অভিহিত হয়। এ আত্মা ব্রহ্মময়। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী। ব্রহ্মই পরমাত্মা।

গ রতন বুঝতে পারে যে সকল সৃষ্টিরই মূলে রয়েছেন স্বয়ং 'ঈশ্বর'।

প্রকৃতির সকল কিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি। অনন্ত অসীম প্রেমময় ঈশ্বর। তার শেষ নেই আবার তার কোনো শুরুও নেই। তিনি সর্বত্র বিরাজমান আবার তার মধ্যে সকল কিছুর অবস্থান। একমাত্র তিনিই জগতের সৌন্দর্য। আবার সকল সৌন্দর্য তাতেই বিলীন হয়ে যায়। সকল কারণের কারণও তিনি।

উদ্দীপকের রতন প্রকৃতির সুন্দর-অসুন্দর যা কিছু অবলোকন করছে তার সবকিছুরই মূলে রয়েছেন ঈশ্বর। আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, রাতের চাঁদ, দিনের আলো সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশ্বর নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেন। এজন্যই তাকে স্বয়ম্ভু বলা হয়। আবার নিজেই বিলীন হয়ে যান। রতনের বাবাও রতনকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন।

ঘ স্বয়ং ঈশ্বর জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম আবার যোগীর কাছে পরমাত্মা।

নিরাকার ব্রহ্মকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা সর্বত্রই অনুধাবন করে থাকেন। ব্রহ্ম সর্বত্রই অবস্থান করেন অথচ তাকে দেখা যায় না। শুধু অনুভব করা যায়। সমুদ্রের নোনতা জলের মতন। লবণ দেখা যায় না অথচ লবণের স্বাদ সর্বত্র। এ ব্রহ্মই পরমাত্মা। যোগীরা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন।

রতনের বাবা রতনকে বলেছেন যে, যার কারণে এ জগৎ সৃষ্টি তাকে দেখা যায় না। জ্ঞানী বা যোগীরা তাকে অনুভব করেন গভীরভাবে। তিনি সৃষ্টির আদি পুরুষ। বিশ্বের একমাত্র পরম আশ্রয়স্থল। পৃথিবীর সকল মুগ্ধতার কারণ একমাত্র তিনি। তিনি নিজেই নিজেকে আবির্ভাব ঘটান আবার নিজেই বিলীন হয়ে যান। জ্ঞানী ব্যক্তিরা সব সময় ঈশ্বরকে বৃহৎ বলেই জানেন। আর এ বৃহৎই ব্রহ্ম। বৃহত্বাৎ ব্রহ্ম। যার থেকে বড় কিছু নেই। আবার যোগী ব্যক্তিগণের কাছে ঈশ্বরই জীবাত্মা। জীবাত্মা নিরাকার, নির্গুণ ও নিশ্চল অবস্থায় নিজের মধ্যে অবস্থান করে। তাই সে পরমাত্মা বলে অভিহিত হয়। এ আত্মা ব্রহ্মময়। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী। জ্ঞানীরা ভাবেন ব্রহ্মই পরমাত্মা।

প্রশ্ন ৭ ▸ সকল বোর্ড ২০১৭

রমেশ তাঁর স্কুলের ধর্ম বই পড়ছে। সে শব্দ করে পড়ার মাধ্যমে দেহ ও আত্মার সম্পর্ক মুখস্থ করছে। ছোট বোন তমা তাঁর পড়া শুনে জানতে চায় আত্মা কী? রমেশ তখন তমাকে দেহ ও আত্মার সম্পর্ক বুঝিয়ে দেয়। সে আরও জানায় মানুষের জন্ম ও মৃত্যু চক্রাকারে আবর্তিত হয়।

ক. সকল সৃষ্টির মূলে কে রয়েছেন? ১
খ. জীবাত্মা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে তমা তাঁর দাদার কাছ থেকে জীবদেহ ও আত্মা সম্পর্কিত যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে— পাঠ্যপুস্তক অবলম্বনে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "মানুষের জন্ম-মৃত্যু চক্রাকারে আবর্তিত হয়"— রমেশের আলোচ্য উক্তিটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ২

ক সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ঈশ্বর।

খ জ্ঞানীদের কাছে ঈশ্বর ব্রহ্ম, যোগীদের কাছে পরমাত্মা এবং ভক্তের নিকট ভগবান। পরমাত্মা থেকেই জীবনের সৃষ্টি। এ পরমাত্মা আত্মারূপে জীবদেহে বিদ্যমান। তাই একে জীবাত্মা বলে। জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশবিশেষ।

গ তমা বুঝতে পারে যে, জীবদেহে অবস্থিত আত্মাই জীবাত্মা।

ঈশ্বরই আমাদের জন্মমৃত্যুর কারণ। জীবদেহের মধ্যে যখন ঈশ্বর আত্মারূপে প্রবেশ করেন, জীবদেহ তখন চেতনাসম্পন্ন হয়। যতদিন জীবাত্মারূপে তিনি জীবদেহে অবস্থান করেন, ততদিনই জীবের জীবন বা আয়ু। জীবাত্মা জীবদেহ পরিত্যাগ করলে জীবের মৃত্যু ঘটে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী থেকে রমেশের ছোট বোন তমা জানতে পেরেছে যে মানুষ যেমন পুরাতন কাপড় পরিত্যাগ করে নতুন কাপড় পরিধান করে, আত্মাও তেমনি পুরাতন দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে। জড়বস্তুর আত্মা নেই, তাই নিশ্চল, ক্রিয়াহীন। জীবদেহের বিনাশ আছে, কিন্তু আত্মার বিনাশ নাই। আত্মা জন্মেন না, মরেন না। ইনি নিত্য বিদ্যমান, নিত্যবস্তু ও নিরাকার। একই পরমাত্মা বহু আত্মারূপে জীবদেহের মধ্যে অবস্থান করেন।

ঘ আত্মার দেহ পরিবর্তনকে জন্মমৃত্যু বলে।

দেহ ও আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। দেহকে আশ্রয় করে আত্মার অভিযাত্রা। দেহহীন আত্মা নিষ্ক্রিয়, আত্মাহীন দেহ জড়। দেহহীন আত্মা ক্রিয়াহীন, আত্মাহীন দেহ জড়। রমেশ ছোট বোন তমাকে বুঝিয়ে

দিতে পারে যে, মানুষের জন্মমৃত্যু চক্রাকারে আবর্তিত। তবে জীবদেহের বিনাশ আছে কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। দেহকে কেন্দ্র করে আত্মার অভিযাত্রা। আবার এ জীবাত্মাই পরমাত্মার অংশবিশেষ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথায় আত্মা জন্মহীন, মৃত্যুহীন, শাশ্বত, পুরাতন হয়েও চির নতুন।

ঈশ্বরই জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করছেন। তমা তার দাদার কাছে আত্মা সম্পর্কে জানতে চায়। সে দেহ ও আত্মার সম্পর্ক শাস্ত্রীয় বাণীর মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়। আমাদের জীবন-মৃত্যু চক্রাকারে আবর্তিত। পরমাত্মাই জীবনের মধ্যে আত্মারূপে বিদ্যমান। ঈশ্বর আত্মারূপে প্রবেশ করলে জীবদেহ চেতনা পায়। জীবাত্মা দেহ পরিত্যাগ করলে জীবের মৃত্যু হয়। তমা আরও জানল, জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশবিশেষ। পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মাও জন্ম-মৃত্যুহীন এবং শাশ্বত। এ আত্মা জন্মেন না, মরেন না। তবে আত্মার দেহ পরিবর্তনই জন্মমৃত্যুর কারণ।

প্রশ্ন ৮ ▸ সকল বোর্ড ২০১৬

তন্ময় একদিন বিকালে বাজারে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সে দেখল একটি ছোট ছেলে দুর্ঘটনায় কবলিত হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তখন তন্ময় কাল বিলম্ব না করে তাকে ডাক্তারখানায় নিয়ে সুস্থ করে তাকে বাড়ি পৌঁছে দিলে তখন ছেলেটির মা করুণাময়ী তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'জীবসেবাই হউক তোমার জীবনের পাথেয়'।

ক. জীবের মধ্যে আত্মারূপে কে অবস্থান করেন? ১
খ. হিন্দুধর্মে জীবসেবা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? ২
গ. তন্ময় কেন ছেলেটিকে সেবা করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "জীবসেবাই হউক তোমার জীবনের পাথেয়"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৫

ক জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর অবস্থান করেন।

খ জীবের সেবা করা হিন্দুধর্মের অন্যতম একটি দিক হিসেবে বিবেচিত। আমরা জানি, ঈশ্বর জীবাত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই জীবসেবা করলে ঈশ্বরকে সেবা করা হয়। এজন্যই হিন্দুধর্মে জীবসেবা এত গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকের তন্ময় জানত দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে যন্ত্রণায় ছটফটরত ছেলেটিকে সেবা করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ঈশ্বরেরই সেবা করা হচ্ছে। এজন্য সে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বরের অবস্থানের কারণে জীবমাত্রই শ্রদ্ধেয় এবং তার সেবা করতে হয়। জীবকে ঈশ্বরজ্ঞান করলে আর কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাত বা হানাহানির প্রশ্নই ওঠে না। জীবকে কষ্ট দেওয়ার প্রশ্নও ওঠে না। কারণ জীবকে কষ্ট দেওয়া মানেই ঈশ্বরকে কষ্ট দেওয়া। এ বোধ থেকেই তন্ময় যন্ত্রণাকাতর ছেলেটিকে নিয়ে কালবিলম্ব না করে ডাক্তারখানায় যায় এবং সুস্থ করে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

ঘ দুর্ঘটনা কবলিত ছেলেটির মা করুণাময়ী তন্ময়কে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, "জীবসেবাই হোক তোমার জীবনের পাথেয়।" কারণ মা করুণাময়ী জানতেন যে জীবের সেবা করা হিন্দুধর্মের প্রধান অঙ্গ। আর এজন্যই বলা হয়, 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ'। অর্থাৎ যেখানে জীব সেখানেই শিব, মানে ঈশ্বর। তাই হিন্দুধর্মে জীবকে ভালোবেসে ঈশ্বর বা ব্রহ্মজ্ঞানে সেবা করতে বলা হয়েছে। কারণ জীবসেবার মাধ্যমে মূলত ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়।

ঈশ্বর জ্ঞানে জীবসেবা হিন্দুধর্মের একটি নৈতিক শিক্ষা এবং অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর এজন্যই জীবসেবাই হওয়া উচিত আমাদের জীবনের পাথেয় বা একমাত্র অবলম্বন।

প্রশ্ন ৯ ▸ সকল বোর্ড ২০১৫

মনোজ ও সুধাংশু দুই সহপাঠী। মনোজ বাড়ির পোষা গরু-ছাগলগুলো খুব যত্নের সাথে দেখাশুনা করে। অপরদিকে, সুধাংশু বাড়ির চারদিকে ফলজ ও ঔষধি বৃক্ষের চারা রোপণ করে সেগুলোর পরিচর্যা করে। তারা বিশ্বাস করে এসব কর্মের মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভে সমর্থ হবে।

ক. যোগীর নিকট ঈশ্বর কী? ১
খ. 'আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ'–উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মনোজ চরিত্রে ঈশ্বর সেবার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে তা আলোচনা কর। ৩
ঘ. সুধাংশু কি তার কৃতকর্মে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করতে পারবে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৫

ক যোগীর নিকট ঈশ্বর হচ্ছেন পরমাত্মা।

খ আত্মা নিত্যবস্তু ও নিরাকার। আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। একই পরমাত্মা বহু আত্মারূপে জীবদেহের মধ্যে অবস্থান করে। জীবদেহের বিনাশ আছে। কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। কারণ জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশবিশেষ। পরমাত্মার সব গুণই জীবাত্মার মধ্যে বিদ্যমান। তাই পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মাও জন্ম-মৃত্যুহীন এবং শাশ্বত। তাই বলা হয়, আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ।

গ উল্লিখিত মনোজ চরিত্রে জীবসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সেবার দিকটি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই মনোজ তার বাড়ির পোষা গরু-ছাগলগুলোকে খুব যত্নের সাথে দেখাশুনা করে। সে মনে করে এ পৃথিবীর সব জীবই ঈশ্বরের সৃষ্টি। তাছাড়া ঈশ্বর সবসময় সব জীবে আত্মারূপে অবস্থান করেন। তাই জীবের যত্ন বা সেবা করা মানে ঈশ্বরেরই সেবা বা যত্ন করা। এ অনুভূতিতে সে তার গৃহের পোষা জীবগুলোকে খুব যত্ন করে। ধর্মগ্রন্থেও আমরা দেখতে পাই, জীবসেবাকেই ঈশ্বর সেবা মনে করে জীবসেবার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন–

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

এর তাৎপর্য হচ্ছে, বহুরূপে অর্থাৎ বহু জীবরূপে ঈশ্বর আমাদের সম্মুখেই আছেন। তাই তাঁকে খুঁজে বেড়ানোর দরকার নেই। যিনি জীবকে ভালোবাসেন, জীবের সেবা করেন তিনি জীবসেবার মাধ্যমে ঈশ্বরেরই সেবা করেন। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, মনোজ চরিত্রে জীবসেবার মাধ্যমে ঈশ্বর সেবার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি সুধাংশু তার কৃতকর্মের মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারবে।

উদ্দীপকের বর্ণনায় সুধাংশু তার বাড়িতে বিভিন্ন রকমের গাছপালা রোপণ করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফলজ ও ওষুধি বৃক্ষ। তিনি তার ফলজ ও ওষুধি বৃক্ষের বাগানে সবসময় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন এবং তাদের পরিচর্যা করছেন। তিনি মনে করেন হিন্দুধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বৃক্ষ একটি জীব, কারণ বৃক্ষের জীবন আছে। তাই বৃক্ষের সেবা ও পরিচর্যার মধ্যে জীবসেবা নিহিত। হিন্দুধর্মেও বৃক্ষকে জীব বলা হয়েছে এবং বৃক্ষের মধ্যে ঈশ্বর সর্বক্ষণ অবস্থান করেন। এ বোধ থেকে প্রাচীনকাল থেকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে বৃক্ষ বন্দনা করা হয়েছে।

তাই সার্বিক আলোচনায় বলা যায়, সুধাংশুর বৃক্ষসেবা ও পরিচর্যার মধ্যে ঈশ্বরের সেবা ও পরিচর্যা নিহিত এবং এ কর্মের মধ্য দিয়ে সে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করতে পারবে।

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর　মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

প্রশ্ন ১০ ▶ ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন–

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

ক. সেবা অর্থ কী? ১
খ. হিন্দুধর্মে জীবকে কীভাবে সেবা করার কথা বলা হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা বিষয়টি বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ৫

ক অপরের সন্তোষ বিধানের জন্য দেহ ও মনের সমন্বয়ে কল্যাণকর যে কাজ করাকে হয় তাকে সেবা বলে। সাধারণ অর্থে 'সেবা' বলতে পরিচর্যা করাকে বোঝায়।

খ জীবসেবা বলতে জীবের পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করাকে বোঝায়। ঈশ্বর জীবাত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই জীবসেবা করলে পরোক্ষভাবে ঈশ্বরই খুশি হন। জীবের সেবা করা হিন্দুধর্মের অন্যতম ব্রত হিসেবে বিবেচিত। 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ'। অর্থাৎ যেখানে জীব সেখানেই শিব। তাই হিন্দুধর্মে জীবকে ঈশ্বর বা ব্রহ্মজ্ঞানে সেবা করতে বলা হয়েছে। কারণ জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরও প্রসন্ন হন।

গ উদ্দীপকের উক্তিটির দ্বারা স্বামী বিবেকানন্দ জীবসেবার কথা বলেছেন–

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

এ কথার তাৎপর্য এই যে, বহুরূপে বা বহুজীবরূপে ঈশ্বর আমাদের সম্মুখেই আছেন। তাই তাঁকে খুঁজে বেড়ানোর দরকার নেই। যিনি জীবকে ভালোবাসেন, তিনি সেই সেবার দ্বারা ঈশ্বরেরই সেবা করেন। তাই হিন্দুধর্মে জীবকে ঈশ্বর বা ব্রহ্মজ্ঞানে সেবা করতে বলা হয়েছে। কারণ জীবকে সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়। সুতরাং ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা হিন্দুধর্মের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং অন্যতম নৈতিক শিক্ষা। জীবের সেবা করা হিন্দুধর্মের অন্যতম ব্রত হিসেবে বিবেচিত হয়। "যত্র জীবঃ, তত্র শিবঃ।" তাই সকল প্রকার জীবকে সেবা করতে হবে। তাদেরকে কষ্ট দেওয়া, হত্যা করা মহাপাপ। জীব শুধু মানুষই নয়, অন্যান্য পশুপাখি তাদের প্রতিও এরকম অন্যায় ও ক্রুর আচরণ করা মহাপাপ।

তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত উক্তিটির দ্বারা জীবসেবার প্রতিই নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা হিন্দুধর্মের একটি মূল বৈশিষ্ট্য এবং অন্যতম নৈতিক শিক্ষা।

সাধারণত অর্থে 'সেবা' বলতে পরিচর্যা করা বোঝায়। যেমন– অতিথি সেবা, জীবসেবা, ঈশ্বর সেবা প্রভৃতি। অপরের সন্তোষবিধানের জন্য দেহ ও মনের সমন্বয়ে কল্যাণকর যে কাজ করা হয় তাকে সেবা বলে। জীবসেবা বলতে জীবের পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করাকে বোঝায়। এছাড়াও বুদ্ধি দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, সহানুভূতি জানিয়ে, বিপদে পাশে দাঁড়িয়ে নানাভাবে সেবা করা যায়। জীবের মধ্যে ঈশ্বর বাস করেন। তাই জীবসেবার দ্বারাও ঈশ্বরের সেবা হয়ে থাকে।

জীবের সেবা করা হিন্দুধর্মের অন্যতম ব্রত হিসেবে বিবেচিত। "যত্র জীবঃ তত্র শিব।" অর্থাৎ যেখানেই জীব, সেখানেই শিব। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়–

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

যিনি জীবকে ভালোবাসেন, তিনি সেই সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরেরই সেবা করেন। তাই হিন্দুধর্মে জীবকে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করতে বলা হয়েছে। জীব বলতে কিন্তু শুধু মানুষ নয়, সকল পশুপাখি এমনকি সমস্ত জীবকেই বোঝানো হয়। এমনকি বৃক্ষকেও অযথা কষ্ট দেওয়া যাবে না। সকল জীবকেই ঈশ্বরজ্ঞানে ভালোবাসতে হবে।

প্রশ্ন ১১ ▶ বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

ভবেশ তার স্কুলের ধর্ম বই শব্দ করে পড়ে দেহ-আত্মার সম্পর্ক মুখস্ত করছে। ছোট বোন শীলা তার পড়া শুনে জানতে চায় আত্মা কী? ভবেশ তখন দেহ-আত্মার সম্পর্ক ছোট বোনকে বুঝিয়ে দেয়। সে আরও জানায় মানুষের জন্ম-মৃত্যু চক্রাকারে আবর্তিত হয়।

ক. সকল সৃষ্টির মূলে কে আছেন? ১
খ. জীবাত্মা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে জীবদেহ ও আত্মার সম্পর্কে যে ধারণা প্রকাশ পেয়েছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আলোচনা কর। ৩
ঘ. "মানুষের জন্ম-মৃত্যু চক্রাকারে আবর্তিত হয়।" –উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ২

ক সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ঈশ্বর।

খ ঈশ্বর যখন জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন তখন তাঁকে জীবাত্মা বলা হয়। জগতের সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ঈশ্বর। তিনি বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন– জ্ঞানীদের কাছে ব্রহ্ম, যোগীদের কাছে পরমাত্মা এবং ভক্তের নিকট ভগবান। পরমাত্মা থেকেই জীবনের সৃষ্টি। এ পরমাত্মা আত্মারূপে জীবদেহে বিদ্যমান। তাই একে জীবাত্মা বলে। সুতরাং জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশবিশেষ।

গ উদ্দীপকে জীবদেহ ও আত্মার যে ধারণা প্রকাশ পেয়েছে তা হলো জীবদেহে অবস্থিত আত্মাই মূলত জীবাত্মা।

ঈশ্বরই আমাদের জন্ম মৃত্যুর কারণ। জীবদেহের মধ্যে যখন ঈশ্বর আত্মারূপে প্রবেশ করেন, জীবদেহ তখন চেতনাসম্পন্ন হয়। যতদিন জীবাত্মারূপে তিনি জীবদেহে অবস্থান করেন, ততদিনই জীবের জীবন বা আয়ু। জীবাত্মা জীবদেহ পরিত্যাগ করলে জীবের মৃত্যু ঘটে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে মানুষ যেমন পুরাতন কাপড় পরিত্যাগ করে নতুন কাপড় পরিধান করে, আত্মাও তেমনি পুরাতন দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে। জড়বস্তুর আত্মা নেই, তাই নিশ্চল, ক্রিয়াহীন। জীবদেহের বিনাশ আছে, কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। আত্মা জন্মেন না, মরেন না। ইনি নিত্য বিদ্যমান, নিত্যবস্তু ও নিরাকার। একই পরমাত্মা বহু আত্মারূপে জীবদেহের মধ্যে অবস্থান করেন।

ঘ "মানুষের জন্ম-মৃত্যু চক্রাকারে আবর্তিত হয়"– উক্তিটি যথার্থ।

আত্মার দেহ পরিবর্তনকে জন্মমৃত্যু বলে। দেহ ও আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। দেহকে আশ্রয় করে আত্মার অভিযাত্রা। দেহহীন আত্মা নিষ্ক্রিয়, আত্মাহীন দেহ জড়। মানুষের জন্মমৃত্যু চক্রাকারে আবর্তিত তবে জীবদেহের বিনাশ আছে কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। দেহকে কেন্দ্র করে আত্মার অভিযাত্রা। আবার এ জীবাত্মাই পরমাত্মার অংশবিশেষ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথায় আত্মা জন্মহীন, মৃত্যুহীন, শাশ্বত, পুরাতন হয়েও চির নতুন।

ঈশ্বর জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করছেন। শীলা তার দাদার কাছে আত্মা সম্পর্কে জানতে চায়। সে দেহ ও আত্মার সম্পর্ক শাস্ত্রীয় বাণীর মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়। আমাদের জীবন-মৃত্যু চক্রাকারে আবর্তিত। পরমাত্মাই জীবনের মধ্যে আত্মারূপে বিদ্যমান। ঈশ্বর আত্মারূপে প্রবেশ করলে জীবদেহ চেতনা পায়। জীবাত্মা দেহ পরিত্যাগ করলে জীবের মৃত্যু হয়। শীলা আরও জানল, জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশবিশেষ। পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মাও জন্ম-মৃত্যুহীন এবং শাশ্বত। এ আত্মা জন্মেন না, মরেন না। তবে আত্মার দেহ পরিবর্তনই জন্মমৃত্যুর কারণ।